দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ শনিবার ॥ ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ॥ ২২ রবিঃ আউঃ ১৪৪৮ ॥ ২২ ভাদ্র ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ৯২ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

আর আহলে-কিতাবগণের একদল বললো, মুসলমানগণের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তাকে দিনের প্রথম ভাগে মেনে নাও, আর দিনের শেষ ভাগে অস্বীকার করে, হয়তো তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে।

সূরা আল ইমরান ৭২

সনাতনীদের ‘ভোট ব্যাংক’ ভাবার ধারণা ভেঙে দেওয়া হয়েছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

‘সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক’- ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেই ধারণা ভেঙে দেওয়া হয়েছে ২ এর পাতায় দেখুন

করদাতাদের টাকা সঠিক জায়গায় খরচ করতে হয় : অর্থমন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

সরকারের পক্ষে অর্থনীতির সব খাত এককভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই করদাতাদের অর্থ সঠিক ও প্রয়োজনীয় ২ এর পাতায় দেখুন

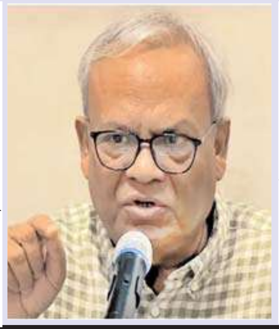

রাজপথে হুমকি নয়, সংসদে গ্যাস-বিদ্যুৎ নিয়ে পরামর্শ দিন : রিজভী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে সরকারকে বিকল্প পরিকল্পনা দিতে বিরোধীদলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির ২ এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রামমুখী ১১ দলের লংমার্চে থাকবে ১৫০০ গাড়ি: গোলাম পরওয়ার

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ১১ দলের লংমার্চ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ২ এর পাতায় দেখুন

ইট বালুতে দখল সড়ক ফুটপাত, চলাচলে বিঘ্ন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশালের বিভিন্ন সড়ক-ফুটপাত দখল করে ভবন নির্মাণসামগ্রীর ইট, রড, বালু, পাথরের স্তূপ ফেলে রাখা হয়েছে। এতে পথচারীদের চলাচল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ ছাড়া ঘটছে দুর্ঘটনাও। রাস্তা ও ফুটপাত থেকে এসব নির্মাণসামগ্রী সরাতে সিটি করপোরেশনের কোন জোরালো তৎপরতা দেখা যায় না। গত বুধবার দুপুরে নগরের ফরেস্টার বাড়ি পুলের বিপরীতে নবগ্রাম রোড থেকে ব্যাটারিচালিত রিকশা আরেকটি অটোরিকশাকে পাশ কাটাতে গিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখা বালু ও পাথরের স্তূপের ওপর উল্টে পড়ে। রিকশায় থাকা দুই যাত্রী কিছুটা আহত হন। স্থানীয়রা জানান, সেখানে নির্মাণাধীন সুউচ্চ ভবন মরিয়ম টাওয়ারের বালু ও পাথরে ফুটপাত-রাস্তার অনেকটা অংশ দখল হয়ে আছে। রাস্তা-ফুটপাত দিয়ে চলাচল করতে স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থী ও পথচারীরা ভোগান্তিতে পড়ছে। সরেজমিনে নগরের বিভিন্ন এলাকায় সড়ক ও ফুটপাতে নির্মাণাধীন বহুতল ভবনের ইট, বালু, পাথরসহ নির্মাণসামগ্রীর স্তূপ চোখে পড়ে। নগরের সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে নির্মাণাধীন ‘পিস টাওয়ারের পাথর, রড রাস্তার ওপর দেখা যায়। বগুড়া রোড ভূতের বাড়ি মসজিদের বিপরীতে ভবন নির্মাণের বালু, খোয়ার স্তূপ ফুটপাতে দেখা যায়। ফরেস্টার বাড়ি পুলের বিপরীতে নবগ্রাম রোড থেকে গোরস্তান যেতে মোড়ে ‘মরিয়ম টাওয়ার’ কর্তৃপক্ষ বালু ফেলে দখল করে ফেলেছে রাস্তা। নগরের

নতুনবাজারসংলগ্ন বন বিভাগের ঠিক বিপরীতের মডার্ন লিবার্টি টাওয়ারের রড, বালু, পাথর বহুদিন ধরে রাস্তা আর ফুটপাত দখল করে ফেলে রাখা হয়েছে। হাসপাতাল রোডের ল কলেজের বিপরীতেও ফুটপাত দখল হয়ে আছে বালুর স্তূপে। একই অবস্থা কলেজ এভিনিউ, মুন্সি গ্যারেজ, বাংলাবাজার, নবগ্রাম রোড, কালীবাড়ি রোড, আমতলা, কাউনিয়া, আমনতগঞ্জে। সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী আসমা আক্তার জানায়, পিস টাওয়ার অনেক দিন ধরে বালু, রড ফেলে রাস্তা দখল করে কাজ করছে। এতে চলাচলে বেশ অসুবিধা হয়। নবগ্রাম সড়কের একাধিক বাসিন্দা অভিযোগ করেন, প্রশস্ত রাস্তা পেয়ে যার যখন দরকার সে ইট, বালু, পাথর ফেলে তা দখল করে ফেলছে। বটতলা থেকে ফরেস্টার বাড়ি পুল পর্যন্ত ২ এর পাতায় দেখুন

প্রাথমিকের ১ কোটি ১০ লাখ শিক্ষার্থীকে পুষ্টিকর খাদ্য দেবে সরকার

কীর্তনখোলা ডেস্ক

২০২৭ সালে দেশের ৬৬ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ শিক্ষার্থীর মাঝে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। খুলনার সোনাডাঙ্গার একটি অভিজাত হোটেলে ‘সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফিডিং কর্মসূচি’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রধান শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন ও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন-সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা শেষে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ফিডিং কর্মসূচি শুরু করার পর প্রধান শিক্ষকরা যেসব প্রতিকূলতার মুখোমুখি হচ্ছিলেন। সাপ্লাই সংকট ছিল, কিছু কোয়ালিটি সংকট ছিল। খুলনার পাইকগাছা উপজেলার ১৬৭টি স্কুলের প্রত্যেকটি সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। এখন তারা সাপ্লাই পাচ্ছে। দু-একটি সমস্যা পাচ্ছে, যারমধ্যে দু-একটি ২ এর পাতায় দেখুন

বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উত্তর জেলা বিএনপির আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অ্যাড. মজিবর রহমান সরোয়ার এমপি -কীর্তনখোলা

লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত জনজীবন আতঙ্কে বিদ্যুৎকর্মীরা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

তীব্র লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ বরিশাল নগরবাসীর ক্ষোভের মুখে পড়ছেন বিদ্যুৎ বিভাগের মাঠপর্যায়ের কর্মীরা। বাড়ি বাড়ি মিটার রিডিং নিতে কিংবা বিদ্যুৎ সংযোগ মেরামতে গেলেই গ্রাহকদের তোপের মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের। জরুরি সেবা নম্বরে ফোন করেও অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। এমন পরিস্থিতিতে আতঙ্ক নিয়ে মাঠপর্যায়ে কাজ করছেন বিদ্যুৎ সাবস্টেশনের কর্মীরা। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রভাব পড়েছে নগরীর হাসপাতালসহ জনজীবনে। বিদ্যুৎ চলে গেলেই ব্যাহত হচ্ছে শেরেবাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতাল ও বরিশাল জেনারেল ২ এর পাতায় দেখুন

বরগুনায় বসতঘর থেকে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

বেতাগী প্রতিনিধি

বরগুনার বেতাগীতে বসতঘরের খুঁটির সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় লাবনী (২৬) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার হোসনাবাদ ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ হোসনাবাদ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত লাবনী ওই গ্রামের মো. রমজান খানের স্ত্রী। স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে পরিবারের সদস্যরা রমজানের দোতলা টিনশেড ঘরের খুঁটির সঙ্গে লাবনীকে ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখেন। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তবে কী কারণে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন (বিইমজা) এর যুগপূর্তিতে সম্মাননা, সংবর্ধনা ও আড্ডা অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন ও বিসিসি প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন -কীর্তনখোলা

স্ত্রীর হাতুড়ি ও শাবলের আঘাতে স্বামী নিহত

কাঁঠালিয়া প্রতিনিধি

ঝালকাঠির কাঁঠালিয়ায় স্ত্রীর হাতুড়ি ও শাবলের আঘাতে স্বামী খায়রুল ইসলাম পলাশ (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি পেশায় একজন ওষুধ ব্যবসায়ী ছিলেন। এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী ইসরাত জাহান লিজাকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ আউরা মল্লিকপাড়া এলাকায় লিজার বাবার বাড়ি জলিল মাস্টারের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পলাশ জেলার নলছিটি উপজেলার নাচনমহল ইউনিয়নের ভবানীপুর এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম মো. লুৎফর রহমান। পেশায় তিনি ওষুধ ২ এর পাতায় দেখুন

এখনো নিখোঁজ ৫ হাজার ৮৩

নেপালে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১ হাজার ২৮৭

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় নেপালে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১ হাজার ২৮৭ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া এখনো নিখোঁজ আছেন ৫ হাজার ৮৩ জন। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) নিজেদের সর্বশেষ আপডেটে এ তথ্য জানিয়েছে নেপালের বিপর্যয় প্রশমন সংস্থা। অপরদিকে চীনের তিব্বতে ২১ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। আর সেখানে নিখোঁজ আছেন ৫৪১ জন। এতে করে গত ২৬ আগস্টের সেই বিপর্যয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩০৮ জন। নিখোঁজের সংখ্যা ৫ হাজার ৬২৪ জন। যারমধ্যে প্রায় ৮০০ জনই বিদেশি। এরমধ্যে পর্বতারোহী ও তিব্বতের কৈলাস মানস সরোবরে যাওয়া তীর্থযাত্রীরাও আছেন। কৈলাস হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র একটি স্থান। নেপাল ও তিব্বতের সেই ভয়াবহ বন্যার পানিতে মরদেহ ভেসে ভারতেও ২ এর পাতায় দেখুন

তথ্য সচিব মাহবুবা ফারজানা

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে সুপেয় পানির সংকট দিন দিন তীব্র হচ্ছে

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে উপকূলীয় অঞ্চলে নদীভাঙন, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতা ও সুপেয় পানির সংকট দিন দিন তীব্র হচ্ছে। এসব সংকটের পাশাপাশি মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের বহুমুখী প্রভাব গণমাধ্যমে আরও কার্যকরভাবে তুলে ধরতে সাংবাদিকদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে পটুয়াখালীর কোডেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ‘বাংলাদেশে জলবায়ু সহনশীলতা অর্জনে গণমাধ্যমের সক্ষমতা বৃদ্ধি’ শীর্ষক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। মাহবুবা ফারজানা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনকে এখন আর কেবল পরিবেশগত সংকট হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এর সঙ্গে মানুষের স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য, পানি, বসতি, অর্থনীতি ও জীবিকার বিষয় সরাসরি সম্পৃক্ত। ফলে জলবায়ু নিয়ে সংবাদ তৈরির ক্ষেত্রে শুধু ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তুলে ধরলেই হবে ২ এর পাতায় দেখুন

শত শত শিক্ষকের শিক্ষক, দক্ষিণ বাংলার প্রখ্যাত বাংলা ভাষাপণ্ডিত ও ব্যাকরণবিদ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, বাংলা বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

অধ্যক্ষ আ. খা. মো. আবদুর রব স্যারের লেখা

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান শ্রেণির

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

বইটি অনন্য

বইটি প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে রচিত, তাই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক

সম্পাদনা করেছেন: বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বাংলা ২য়পত্র বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক, সরকারি আগৈলঝাড়া কলেজের বাংলা প্রভাষক কবি, গবেষক ও সৃজনশীল গ্রন্থ প্রণেতা

পথিক মোস্তফা (এমফিল, ইবি)

বই পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন:
01718246162, 01712189338, 01712926836

গদ্য প্রকাশন, বরিশাল

বরিশাল নগরীর যেসব স্থানে বইটি পাওয়া যাচ্ছে

বুক ভিলা সদর রোড, বরিশাল 01932-314219	ইসলামিয়া লাইব্রেরি প্যারারোড, সদর রোড, বরিশাল 01711-264963	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868515	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868514
খন্দকার লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01711-047767	নিউ মাহবুব লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01763-107720	রহমান বুক হাউজ প্যারারোড, সদর রোড, বরিশাল 01718-670945	মজুমদার লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের সামনে, বরিশাল 01716-139268
অমৃত লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের পাশে, বরিশাল 01719-408049	নিউ কলেজ লাইব্রেরি বি.এম কলেজের সামনে 01726-074663	হক লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেটের পশ্চিম পাশে 01724-851658	আশরাফিয়া লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেট 01717-488083

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস উল্টে আহত ৫

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কের গৌরনদীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ‘ইউরো স্টার লাইন’ পরিবহনের একটি এসি বাস সড়কের পাশে খাদে উল্টে পাঁচজন বাসযাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মহাসড়কের গৌরনদী উপজেলার আশোকাঠী এলাকায় নির্মাণাধীন মডেল মসজিদের পাশে এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দা ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে নিকটস্থ গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গৌরনদী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. মিজানুর রহমান জানান, ঢাকা থেকে যাত্রী নিয়ে বরিশালের দিকে ছেড়ে আসা ইউরো স্টার লাইন পরিবহনের বাসটি আশোকাঠী এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এতে বাসটি উল্টে খাদে পড়ে যায়। বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হলেও অন্তত পাঁচজন যাত্রী আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। গৌরনদী হাইওয়ে থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শরিফুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ২ এর পাতায় দেখুন

শেকড় সাহিত্য সংসদ বরিশালের উদ্যোগে সিরাতুন্নবি সা. উপলক্ষ্যে কবিতা পাঠ ও আলোচনা সভায় উপস্থিত সংগঠনের সদস্য ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ -কীর্তনখোলা

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **ঝালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, **পটুয়াখালী জেলা:** পটুয়াখালী, **ভোলা জেলা:** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, **পিরোজপুর জেলা:** নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলা:** উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আব্যশক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

–মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯

সম্পাদকীয়

অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে হবে

বিদ্যমান জ্বালানি সংকট কেবল জনজীবনকেই বিপর্যস্ত করছে না; দেশের ছোট, মাঝারি, বড়-সব শিল্পেই অর্থাৎ প্রায় পুরো শিল্প খাতেই এর প্রভাব পড়ছে। ফলে এ সংকট দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারত থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আদানি গ্রুপের খামখেয়ালি আচরণ, যা পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলেছে। প্রকাশিত এ সংক্রান্ত দুটি ভিন্ন প্রতিবেদনের তথ্যগুলো দেশের অর্থনীতির জন্য এক অশনিসংকেত। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে জ্বালানি সংকটের যে চিত্র উঠে এসেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। গ্যাস ও বিদ্যুতের অভাবে সারা দেশের শিল্পকারখানাগুলোতে প্রতিদিন প্রায় ২ হাজার ৩৮৭ কোটি টাকার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। উৎপাদন খাতের প্রবৃদ্ধি ৩.৭১ শতাংশ থেকে কমে ২.৮৬ শতাংশে নেমে এসেছে। নতুন গ্যাস সংযোগের অভাবে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আটকে আছে। নরসিংদী, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলোতে শত শত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে অথবা সক্ষমতার অর্ধেকেরও কম উৎপাদনে চলছে। আমাদের জ্বালানি আমদানিনির্ভরতা গত ৪ বছরে ৪৭.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬২.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারের যে কোনো অস্থিরতা সরাসরি আমাদের অর্থনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। শিল্প খাতের এই ত্রাহি অবস্থার মধ্যেই 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতের আদানি গ্রুপের বিদ্যুৎ সরবরাহ হ্রাস পাওয়া। তীব্র গরমে যখন দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ব্যাপক, তখন গত ২৩ দিন ধরে আদানি গ্রুপ তাদের উৎপাদনক্ষমতার প্রায় অর্ধেক বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াটের কেন্দ্র থেকে যেখানে ১ হাজার ৪০০ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা, সেখানে মিলছে মাত্র ৭৯০ থেকে ৯১৫ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) বারবার চিঠি দিলেও কয়লা ভিজে যাওয়া বা রেলপথ নষ্ট হওয়ার যুক্তি দেখানো হচ্ছে। এই বহুমুখী সংকট থেকে উত্তরণে এখন আর জোড়াতালি দেওয়া পদক্ষেপে কাজ হবে না। প্রথমত, শিল্প খাতকে বাঁচাতে হলে জ্বালানি সরবরাহকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশের অর্থনীতির স্বার্থে প্রয়োজনে লোড ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এনে কারখানাগুলোকে উৎপাদনের সুযোগ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদি ও পূর্বানুমানযোগ্য একটি জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করতে হবে। তৃতীয়ত, জ্বালানি খাতে আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর সর্বোচ্চ জোর দিতে হবে। চতুর্থত, বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে করা অসম ও বিতর্কিত চুক্তিগুলো আইনি কাঠামোর মধ্যে পুনর্মূল্যায়ন করার সময় এসেছে। দেশের মানুষের করের টাকায় নিয়মিত বিল পরিশোধ করে আমরা কোনো বিদেশি কোম্পানির খামখেয়ালিপনার শিকার হতে পারি না। জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, বিনিয়োগ সুরক্ষা এবং অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে স্বচ্ছ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নয়তো উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ-সবকিছুই এক গভীর অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে, যার মাশুল দিতে হবে পুরো জাতিকে।

চট্টগ্রামমুখী ১১ দলের লংমার্চে

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে প্রায় এক হাজার গাড়ি নিয়ে লংমার্চের পরিকল্পনা করা হলেও শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী গাড়ির সংখ্যা বেড়ে দেড় হাজারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। শনিবারের (৫ সেপ্টেম্বর) লংমার্চের সর্বশেষ প্রস্তুতি জানাতে শুক্রবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে গোলাম পরওয়ার এসব কথা বলেন। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল জানান, শনিবার সকাল ৭টায় ঢাকায় উদ্বোধনী সমাবেশ শুরু হবে। সকাল ৮টা পর্যন্ত সমাবেশ চলার পর গাড়িবহর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ধরে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানের উদ্দেশে যাত্রা করবে। পথে নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লাসহ কয়েকটি স্থানে পথসভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান তিনি। তবে সময় সাশ্রয়ের জন্য সব পথসভায় ১১ দলের সব নেতা বক্তব্য দেবেন না। পথে একটি অগ্রবর্তী প্রতিনিধিদল পরবর্তী সমাবেশস্থলে আগে পৌঁছে বক্তব্য দেবে। পরে মূল গাড়িবহর ও শীর্ষ নেতারা সেখানে পৌঁছাবেন। যানজট বা যান্ত্রিক কোনো সমস্যা না হলে সন্ধ্যা বা মাগরিবের মধ্যে গাড়িবহর চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে পৌঁছানোর আশা করা হচ্ছে বলে জানান জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল। লালদীঘি ময়দানে ১১ দলের নেতাদের অংশগ্রহণে জনসভা হবে। লংমার্চে অংশগ্রহণকারীদের ডেলিগেট কার্ড দেওয়া হবে জানিয়ে গোলাম পরওয়ার বলেন, প্রতিটি গাড়িতে স্টিকার ও নম্বর থাকবে। বহরে শীর্ষ নেতাদের গাড়ি, নিরাপত্তা দল, মেডিকেল টিম, অ্যাম্বুলেন্স, আইটি ও মিডিয়া টিমের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গাড়িবহরের বিভিন্ন অংশের দায়িত্বে পৃথক দায়িত্বশীল থাকবেন। লংমার্চে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা পথে গাড়ি থেকে নামবেন না বলে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পথসভাগুলোতে স্থানীয়ভাবে ১১ দলের নেতাকর্মীরা জনসমাগম নিশ্চিত করবেন। অংশগ্রহণকারীদের সারাদিনের যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় শুকনো খাবার, পানি ও ওষুধ সঙ্গে রাখার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

রাজপথে হুমকি নয়, সংসদে

ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, রাজপথে আন্দোলনের হুমকি না দিয়ে গ্যাস-বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে জাতীয় সংসদে পরামর্শ দেন। গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও বিগত সরকারের ভুল পরিকল্পনার জন্য হয়েছে। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) শিল্পকলা অ্যাকাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। রিজভী বলেন, আপনারা গ্যাস, বিদ্যুতের জন্য লংমার্চ করবেন, কর্মসূচি দেবেন ঠিক আছে। কিন্তু আপনারা একটা অল্টারনেটিভ বলুন, আমরা গ্যাস ও বিদ্যুৎ কীভাবে সরবরাহ করব, কোথা থেকে পাব, কীভাবে পাব। তিনি বলেন, কী কী পদক্ষেপ নিলে বর্তমান সংকট মোকাবিলা সম্ভব, সে বিষয়ে বিরোধীদলের একটি পরিকল্পনা দেওয়া উচিত। সংসদে বিরোধীদলের সদস্যদের কথা বলার সুযোগ রয়েছে। সরকারের সমালোচনা ও সংসদের বাইরে কর্মসূচি পালন গণতন্ত্রের স্বাভাবিক চর্চা হলেও সংকট মোকাবিলায় পরামর্শ দেওয়াও প্রয়োজন। রিজভী বলেন, একটা পরিকল্পিত অচলাবস্থা তৈরি করা আমার মনে হয় ঠিক হবে না। বরং কীভাবে এই সংকট নিবারণ করা যায়, সেই বিষয়ে পরিকল্পনা দিতে হবে। অতীতের পুনরাবৃত্তি হলে পরিস্থিতি আরও অন্ধকারের দিকে যাবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের পেছনে বৈশ্বিক যুদ্ধ ও জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার সংকট রয়েছে উল্লেখ করে রিজভী বলেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে জ্বালানি পরিবহনে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় প্রয়োজনীয় জ্বালানি আমদানিতে সংকট দেখা দিয়েছে। এটি সরকারের নিজস্ব কোনো কারণে হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি। জুলাই আন্দোলনে গান ও নৃত্যের ভূমিকা তুলে ধরে তিনি বলেন, এসব সাংস্কৃতিক পরিবেশনা আন্দোলনকারীদের মধ্যে উদ্দীপনা ও সাহস তৈরি করেছিল। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার সভাপতি ফারহানা বেবীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন–সড়ক পরিবহন ও রেলপথ প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ হাবিব, বিএনপির সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আশরাফ উদ্দিন উজ্জ্বল, নায়ক হেলাল খান, জাকির হোসেন রুকন প্রমুখ।

করদাতাদের টাকা সঠিক

জায়গায় ব্যয় নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের (পিপিপি) মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম নগরের রেডিসন ব্লুতে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে পানি সরবরাহ সেবার মান বাড়াতে নতুন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) মডেল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আয়োজিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশে অবস্থিত নেদারল্যান্ডস দূতাবাস এ উদ্যোগে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। আমির খসরু বলেন, আগে সবকিছু সরকার করত। এখন সরকারের পক্ষে এত কাজ করা সম্ভব নয়। করদাতাদের টাকা সঠিক জায়গায় খরচ করতে হয়। এজন্য পুরো অর্থনৈতিক মডেলে আমরা অংশীদারত্ব প্রয়োগ করছি। তিনি বলেন, শুধু সরকার নয়, বেসরকারি খাত ও এনজিওগুলোকেও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। পিপিপি মডেলে সরকার অর্থ দেবে, বেসরকারি খাতও অর্থ দেবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী এনজিওগুলো সহযোগিতা করবে। অর্থমন্ত্রী বলেন, অংশীদারত্বের মাধ্যমে যে মডেল দাঁড় করানো হচ্ছে, সেটি টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি হবে। একইসঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর এর রক্ষণাবেক্ষণও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সনাতনীদের 'ভোট ব্যাংক'

বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, অতীতে যারা মনে করত এবং রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চেয়েছিল যে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা একটি নির্দিষ্ট দলের 'ভোট ব্যাংক', এ দেশের সচেতন জনগণ সেই ভুল ধারণা ও কৃত্রিম মিথ সম্পূর্ণ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পলাশী মোড় থেকে শুরু হওয়া জন্মাষ্টমী উপলক্ষে র‍্যালিতে অংশ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন। সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, 'বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে কেউই যেন নিজেদের সংখ্যালঘু হিসেবে পরিচয় না দেন। সবাই নাগরিকত্বের ভিত্তিতে পরিচয় দেবেন। ধর্মের ভিত্তিতে নয়, এই দেশের সমান অধিকারভুক্ত একজন নাগরিক হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেবেন।' তিনি বলেন, 'ধর্মীয় পরিচয় থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মীয় পরিচয়টা এখানে মুখ্য নয়। আমরা নাগরিকের পরিচয়ে এখানে থাকতে চাই। বাংলাদেশের সব নাগরিক মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, নৃগোষ্ঠী যারাই হোক, তারা ধর্মীয়ভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে নিজ নিজ ধর্মাচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান স্বাধীনভাবে পালন করবেন। কিন্তু জাতীয়তা হিসেবে আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে থাকব।' বাংলাদেশের সংবিধানে সবার ধর্মচর্চা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করবে বলেও জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, 'ধর্মের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য করা যাবে না, এ কথাও সংবিধানে বলা হয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য সব ধর্মাবলম্বীর উপাসনালয় এবং উপাসনালয়ের কর্তাদের স্বাধীনতা ও উপাসনালয় স্থাপনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে।' 'আমরা শুধু সেটা কিতাবে, সংবিধানে ধারণ করেই বসে থাকতে চাই না। বাস্তবে আমরা এই সম্প্রীতি, স্বাধীনতা নিশ্চিত করব এবং আমরা সেই ঘোষণা দিয়েছি।' ভাষার ব্যবহারে পরিবর্তন আনার আহ্বান জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা সচরাচর 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' শব্দটি ব্যবহার করি। কিন্তু আমি মনে করি 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটির আর প্রয়োজন নেই। আজ থেকে আমাদের বলতে হবে–আমরা ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি, সহাবস্থান এবং শান্তি বজায় রাখব। এই ইতিবাচক চর্চাই সমাজকে আরও সুন্দর করবে।' মন্ত্রী তার বক্তব্যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে আরও বলেন, 'আমাদের নেতা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন–'সবার আগে বাংলাদেশ'। আর যদি সবার আগে বাংলাদেশ হয়, তবে আমরা প্রত্যেকেই সবার আগে বাংলাদেশি। আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক কিংবা নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় এর পরে আসবে। রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের মূল নীতিই হলো সবার জন্য বাংলাদেশ।' মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি গোপাল চন্দ্র দেবনাথ এর সভাপতিত্বে সমাবেশ ও মিছিলে উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুস সালাম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীবিষয়ক বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) বিজন কান্তি সরকার এবং ঢাকা-০৭ আসনের সংসদ সদস্য হামিদুর রহমান। অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান তপন চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক (খুলনা বিভাগ) জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর ও সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ শর্মা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুভাশীষ কুমার বিশ্বাস (সাধন)। অনুষ্ঠানের শুরুতে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে মিছিলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুস সালাম। মিছিলটি পলাশী মোড় (ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গন) থেকে শুরু হয়ে বাহাদুর পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে

ঘটনাস্থলে কাজ শুরু করেছে। রেকার দিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

স্ত্রীর হাতুড়ি ও শাবলের

ব্যবসায়ী। কিছুদিন ধরে দ্বিতীয় স্ত্রী লিজার বাবার বাড়িতে বসবাস করছিলেন পলাশ। সেখানে একটি ফার্মেসি চালাতেন তিনি। স্থানীয়রা জানান, পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পলাশ ও লিজার মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে বিরোধ চলছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে লিজা হাতুড়ি ও শাবল দিয়ে পলাশকে আঘাত করে। আঘাতে পলাশ গুরুতর আহত হয়ে ফ্ল্যাটের মেঝেতে পড়ে যান। তার চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এসে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে খবর পেয়ে কাঠালিয়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। পলাশের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকের পরামর্শে তাকে বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। কাঁঠালিয়া থানা পুলিশ জানায়, ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে হামলায় ব্যবহৃত একটি শাবল ও একটি হাতুড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় ইসরাত জাহান লিজাকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়েছে। কাঁঠালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু নাছের রায়হান বলেন, পারিবারিক বিরোধের জেরে হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বরগুনায় বসতঘর থেকে

নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বেতাগী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. হারুন অর রশীদ জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মরদেহ উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ বরগুনা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে সুপেয়

না; সংকটের কারণ, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অভিজ্ঞতা, স্থানীয় অভিযোজন উদ্যোগ, সরকারি কার্যক্রম এবং সম্ভাব্য সমাধানও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরতে হবে। তিনি আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় জনসচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে উপকূল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাস্তব সমস্যা, জলবায়ুজনিত সংকট এবং তাদের টিকে থাকার কৌশলগুলো তথ্যভিত্তিক ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব গ্রেড-১) মুহাম্মদ হিরুজ্জামান এনডিসি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে মানসম্মত প্রতিবেদন তৈরির জন্য সাংবাদিকদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের দক্ষতা থাকতে হবে। স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে গবেষণালব্ধ তথ্যের সমন্বয় করে প্রতিবেদন তৈরি করা গেলে তা জনসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি নীতিনির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মারুফ নাওয়াজ, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তিন দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে পটুয়াখালীর বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিক ও তরুণ জলবায়ু কর্মীসহ ২৫ জন অংশ নিচ্ছেন। আয়োজকদের প্রত্যাশা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের জলবায়ু পরিবর্তন ও উপকূলীয় ঝুঁকি নিয়ে আরও তথ্যসমৃদ্ধ, অনুসন্ধানী, বিজ্ঞানভিত্তিক ও জনসম্পৃক্ত প্রতিবেদন তৈরির সক্ষমতা বাড়বে।

নেপালে বন্যায় মৃতের

চলে গেছে। ভারত থেকে এখন পর্যন্ত ১৭টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তাদের বন্যায় মৃতের সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি।

প্রাথমিকের ১ কোটি ১০ লাখ

কলা একটু কাঁচা অবস্থায় পাচ্ছে। যার সমাধান ইতোমধ্যে নীতিমালায় করে দেওয়া হয়েছে। তারা যদি সঠিক মানের কলা বা কিছু না পায় তাহলে ফেরত দিয়ে দেবে। পঁচা কোনো কিছু এখন আর তারা পাচ্ছে না। সবকিছু ভালো কোয়ালিটির। নীতিমালায় রয়েছে পঁচা কোনো কিছু যদি স্কুলে আসে তাহলে ওইগুলো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে টেস্টিংয়ের জন্য পাঠানো হবে। টেস্টিংয়ের ফলাফল অনুযায়ী ওই টেন্ডার অর্ডার বাতিল করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রসঙ্গে ববি হাজ্জাজ বলেন, বিগত দিনে শিক্ষার মান কিছুটা হ্রাস পেলেও বর্তমানে প্রশিক্ষণ, কারিকুলাম, নিয়োগ ও লার্নিং স্টাইলে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা হচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগের অতীত ইতিহাস নয়, বরং তাদের পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করেই মূল্যায়ন করা হবে। তিনি বলেন, ইচ্ছামতো বা এলোমেলো বদলি বন্ধ করে নীতিমালার আওতায় বদলি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত শিক্ষক থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য স্কুলে বদলি করা হবে। তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নতুন শিক্ষা নীতিমালার উপরে কাজ করছে। নীতিমালায় যেভাবে কাজ চলছে বাংলাদেশের কোনো শিক্ষক নিরাশ হবে না। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা সঠিক গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতামূলক সরকার। প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন এবং সেইভাবে তিনি সরকার পরিচালনার কাজ করছেন । আমরাও সেইভাবে কাজ করছি। এর আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক নজরুল ইসলাম মঞ্জু, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) মো. মতিয়ার রহমান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফিডিং কর্মসূচির প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) মো. আবুল আমিন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (উপবৃত্তি) মো. মাসুদ হোসেন প্রমুখ। সভায় বক্তারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি মান বজায় রাখা এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে ফিডিং কর্মসূচির গুরুত্ব তুলে ধরেন। সভায় খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন।

লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত জনজীবন

হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা। দিনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নগরীর বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও আবাসিক এলাকায় এক ঘণ্টা পরপর লোডশেডিং হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন গ্রাহকরা। নথুল্লাবাদ এলাকার বাসিন্দা মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, দিনে কয়েকবার বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে। প্রচণ্ড গরমে ঘরে থাকা যায় না। বিদ্যুৎকর্মীরা এলাকায় এলে মানুষ তাদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তবে দ্রুত এ সমস্যার সমাধান দরকার। সদর রোডের ব্যবসায়ী মো. জাহিদ হোসেন বলেন, ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ সময়েও লোডশেডিং হচ্ছে। এক ঘণ্টা পরপর বিদ্যুৎ চলে গেলে ব্যবসা পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ে। বারবার বিদ্যুৎ যাওয়া-আসায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিও ঝুঁকিতে থাকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিদ্যুৎকর্মী বলেন, লোডশেডিং হলে গ্রাহকদের ক্ষোভ তাদের ওপর এসে পড়ে। মিটার রিডিং নিতে বা সংযোগের কাজ করতে গেলে অনেক সময় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। কেউ কেউ উত্তেজিত আচরণও করেন। অথচ বিদ্যুৎ উৎপাদন বা লোডশেডিংয়ের সিদ্ধান্ত মাঠপর্যায়ের কর্মীদের হাতে নেই। লোডশেডিংয়ের কারণে নগরীর দুই সরকারি হাসপাতালেও দুর্ভোগ বেড়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান চিকিৎসাকেন্দ্র এক হাজার শয্যার শেবাচিম হাসপাতালে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছে। নতুন ভবনে বিদ্যুৎ চলে গেলে লিফট, ফ্যান ও বাতি বন্ধ হয়ে যায়। জেনারেটর থাকলেও পর্যাপ্ত জ্বালানির অভাবে তা সার্বক্ষণিক চালানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অপারেশনসহ বিভিন্ন চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হচ্ছে। প্রায় একই অবস্থা ১০০ শয্যার বরিশাল জেনারেল হাসপাতালে। হাসপাতালের একমাত্র জেনারেটরটি দীর্ঘদিন ধরে বিকল থাকায় বিদ্যুৎ চলে গেলে রোগীদের ভরসা হাতপাখা। রাতে অন্ধকার দূর করতে মোমবাতিও ব্যবহার করতে হয়। হাসপাতালের রোগী মো. আলামিন বলেন, ডায়রিয়া নিয়ে হাসপাতালে এসেও গরমে কষ্ট পাচ্ছেন। টিনশেড ওয়ার্ডে বিদ্যুৎ না থাকলে থাকা কঠিন হয়ে যায়। জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) মলয় কৃষ্ণ বড়াল বলেন, বিকল জেনারেটরটি সচলের চেষ্টা করেও চালু করা সম্ভব হয়নি। তবে লোডশেডিংয়ের সময় আইপিএসের মাধ্যমে অস্ত্রোপচার কক্ষ সচল রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। শেবাচিম হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ডা. নাজমুল হোসেন বলেন, নতুন ভবনের জন্য আরও একটি বিদ্যুৎ সংযোগ এবং জেনারেটর চালানোর জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি বরাদ্দ চেয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ওজোপাডিকোর পলাশপুর গ্রিড সাবস্টেশনের বোর্ড অ্যাটেনডেন্ট আবু জাফর মো. সালেহ বলেন, মানবিক দিক বিবেচনায় জেনারেল হাসপাতালে তুলনামূলক কম লোডশেডিং দেওয়া হচ্ছে। বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, ওজোপাডিকো বরিশালের নির্বাহী প্রকৌশলী মনজুল কুমার স্বর্ণকার বলেন, অভিযোগ এলে গ্রাহকদের বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা দিতে কাজ করা হচ্ছে।

ইট বালুতে দখল সড়ক

জলাবদ্ধতার একটি কারণ রাস্তার ওপর নির্মাণসামগ্রী রেখে সড়কটি বেহাল করে রাখা। দিনের পর দিন দখলবাজি চললেও সিটি করপোরেশন এসবে নজর দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা। এ বিষয়ে জানতে নির্মাণাধীন মডার্ন লিবার্টি টাওয়ার এবং মরিয়ম টাওয়ার ঘুরে দায়িত্বশীল কাউকে পাওয়া যায়নি। কর্মরত শ্রমিকেরা এ প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাননি। বরিশাল বিভাগ উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটির সহসভাপতি আব্দুর রশিদ নিলু বলেন, নগরকে সুন্দর করতে হলে সড়ক এবং ফুটপাত দৃশ্যমান রাখতে হবে। সিটি করপোরেশনের দায়িত্ব হবে নগরীতে এভাবে বহুতল ভবন, দোকানপাটের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করে রাস্তা দখল বন্ধ করা। বরিশাল সিটি করপোরেশনের উচ্ছেদ শাখার প্রধান লকিতুল্লাহ সিকদার বলেন, বড় বড় টাওয়ার কিংবা সুউচ্চ ভবনের মালিকেরা রাস্তার ওপর মালামাল রেখে নির্মাণকাজ করে যাচ্ছে। ভবনের মালিকেরা এ ধরনের কর্মকাণ্ড করতে পারেন না। দ্রুত বহুতল ভবনের মালিকদের এ ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভাণ্ডারিয়ায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে

সমাপ্ত হয়। এছাড়া মদন মোহন মন্দির এবং শ্রীগুরুসংঘ মন্দিরে ধর্মীয় রিতি অনুযায়ি পূজার্চণা শেষে আগত ভক্তদের মাঝে মহা প্রসাদ বিতরণ করা হয়। র‍্যালিতে অন্যান্যের মধ্যে ভাণ্ডারিয়া সদর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মো.গোলাম সরোয়ার জোমাদ্দার,উপজেলা পূজা উদ্যাপন কমিটির সভাপতি কিরন চন্দ্র বসু, সহসভাপতি সুখরঞ্জন দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক শিশির দত্ত, শ্রীগুরুসংঘ শাখা কমিটির সভাপতি হিরা লাল কর্মকার,মদন মোহন জিউ মন্দির কমিটির বাবুল রায়,দিপঙ্কর দাস,সঞ্জয় দেবনাথসহ দুরদুরান্ত থেকে আগত ভক্তবৃন্দগণ অংশ নেন। পূজার্চনায় পৌরহীত্ম করেন শন্তোষ চক্রবর্তী। এদিকে সার্বজনীন ভাবে উপজেলার ১নম্বর ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে শ্রী শ্রী লক্ষ্মী নারায়ন জিউ মন্দিরে ভববান শ্রী কৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উৎসব উদ্যাপন করা হয়। এখানে দুই দিন ব্যাপি অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা,বিশেষ প্রার্থণা,অভিষেক অনুষ্ঠান,পূজার্চনা .ভোগরাগ এবং মহা প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত করা হয়। গতকাল সকালে মন্দির প্রাঙ্গনে আলোচনা সভায় ঐ মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি শ্রী সঞ্জীব কুমার মজুমদারের সভাপতিত্বে ৫হাজার ২শত ৫২বছর পূর্বে অধর্মের বিনাশ এবং ধর্মের পালনে এই ধরাধামে আভির্ভূত হওয়া ভববান "শ্রী কৃষ্ণের শুভ জন্ম' নিয়ে বক্তব্য রাখেন,মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক শমীর চন্দ্র চন্দ,শ্যামল কৃষ্ণ রায়,মনোজ কুমার রায়,ডাঃ মৃনাল কান্তি ভদ্র,শিশির ভদ্র প্রমূখ। পূজার্চনা সম্পন্ন করেন পুরহিত বিরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী। এছাড়াও হিন্দুধর্মাবলম্বী আবাসিক বাসা বাড়িতেও ভক্তিভরে পরিবারের কল্যাণ কামনায় পূজার্চনার মধ্য দিয়ে এই শুভ দিনটি উদ্যাপন করেন।

জমি বিরোধে আটকে আছে

বিরোধের কারণে আটকে আছে নির্মাণকাজ। এতে বিপুল সরকারি অর্থ ব্যয়ে নির্মিত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোটি জনগণের কোনো কাজে আসছে না। উপজেলার ধামুরা-শোলক-বাটাজোর সড়কে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নির্মিত ৪৪ দশমিক ৬ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার সেতুটির চুক্তিমূল্য ৬ কোটি ৮৩ লাখ ৩৯ হাজার ৫৩৫ টাকা। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) প্রকল্প-সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, গ্রামীণ সেতু সহায়তা কর্মসূচির আওতায় সেতুটির নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০২৩ সালের ১৭ জুলাই। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার নির্ধারিত তারিখ ছিল ২০২৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও সেতুটি এখনো পুরোপুরি চালু হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রকল্প গ্রহণের আগে সংযোগ সড়কের জমির মালিকানা, দাগ-খতিয়ান ও আইনগত অবস্থান যথাযথভাবে যাচাই করা হলে সেতু নির্মাণের পর এ ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। তাঁদের প্রশ্ন–সংযোগ সড়কের জন্য প্রয়োজনীয় জমি নিশ্চিত না করেই কেন প্রায় সাত কোটি টাকা ব্যয়ে সেতু নির্মাণ করা হলো? এলজিইডি সূত্রে জানা গেছে, সেতুটির সঙ্গে সংযোগ সড়কের পথ প্রকল্পের নকশায় নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু সেতুর দুই পাশে ঢাল নামানোর (অ্যাপ্রোচ) কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় যানবাহন চলাচল সম্ভব হচ্ছে না। উপজেলা প্রকৌশলী সুব্রত রায়ের দাবি, সেতুর ঢাল নামানোর জন্য প্রায় ৩৪ ফুট সরকারি খাসজমি রয়েছে। তবে ওই জমি ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে বিরোধ তৈরি হওয়ায় সংযোগ সড়কের কাজ আটকে আছে। সেতুটি চালু হলে ধামুরা, শোলকসহ আশপাশের এলাকার মানুষের যোগাযোগ সহজ হওয়ার পাশাপাশি কৃষিপণ্য পরিবহন, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের যাতায়াত এবং জরুরি রোগীদের দ্রুত চিকিৎসাকেন্দ্রে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হওয়ার কথা। কিন্তু নির্মাণ শেষ হওয়ার পরও সেতুটি ব্যবহার করতে না পারায় এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এলাকাবাসী। সেতুর দুই পাশে রত্নপুর সড়ক ও শোলক বাজারমুখী সড়কের জমির মালিকানা দাবি করা আব্দুর রব হাওলাদার বলেন, তিনি এসএ খতিয়ান মূলে মালিক। সেতু নির্মাণের সময় তার জমির ওপর দিয়ে সংযোগ সড়ক নির্মাণের বিষয়ে তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন। তার দাবি, তখন সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর জমি ব্যবহারের বিষয়ে ভিন্ন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কার্যকর ব্যবস্থা না করেই জমি ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। আপত্তি জানালে মামলা দেওয়ার হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগও করেন আব্দুর রব । তবে এসব অভিযোগের সমর্থনে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো নথি বা প্রমাণ দেখাতে পারেননি তিনি। তার ছেলে মাসুম হাওলাদার বলেন, জমি নিয়ে বিরোধের বিষয়ে তারা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। একই সঙ্গে উপজেলা প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগও করা হয়েছে। স্থানীয় সমাজসেবক মোহাম্মদ এনায়েত শরীফ বলেন, এটি উপজেলা পরিষদের নিবন্ধিত সড়ক। প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে সড়কের জমি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করেই নকশা করা হয়েছে। এরপরই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়। তিনি বলেন, একটি পক্ষ ব্যক্তিস্বার্থে মালিকানা দাবি করে সংযোগ সড়কের কাজে বাধা সৃষ্টি করায় প্রকল্পটি আটকে আছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি করে সেতুটি চালু করা প্রয়োজন। স্থানীয় বাসিন্দা লিটু মিয়া বলেন, তার জানা মতে, সেতুর দুই পাশে কিছু জমি সরকারি খাস সম্পত্তির আওতাভুক্ত। সেখানে সরকারি রাস্তা থাকার কথা। কোনো জমি সরকারি এবং কোনটি ব্যক্তিমালিকানাধীন–ভূমি অফিসের রেকর্ড যাচাই করলেই তা পরিষ্কার হবে। তিনি বলেন, সরকারি জমি হলে সেখানে রাস্তা নির্মাণে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণের প্রশ্ন আসে না। আর ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি থাকলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। বিষয়টি পরিষ্কার না করে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেতু দীর্ঘদিন ফেলে রাখা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে উজিরপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মহেশ্বর মন্ডল বলেন, উপজেলা প্রকৌশল দপ্তরের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। সেখানে বর্তমান বিএস জরিপে রাস্তার নামে রেকর্ড ও নকশা রয়েছে। তবে চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে তার পক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্টদের আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। অভিযোগের বিষয়ে উজিরপুর উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী সুব্রত রায় বলেন, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নির্মিত সেতুটির বাস্তবায়নের দায়িত্ব তার দপ্তরের। প্রকল্প গ্রহণের আগে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি ও স্থানীয় ভূমি অফিসের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে জমির মালিকানা যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। এরপর নকশা তৈরি করে চূড়ান্ত অনুমোদন নেওয়া হয় এবং দরপত্রের মাধ্যমে নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রায় সাত কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সেতুর মূল কাঠামো নির্মাণের পরও যদি সংযোগ সড়কের জমি নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে প্রকল্প গ্রহণের আগে ভূমি-সংক্রান্ত বিষয়গুলো কতটা যাচাই করা হয়েছিল–এ প্রশ্ন এখন সামনে এসেছে। প্রকল্পের অনুমোদিত নকশা, দাগ-খতিয়ান, এসএ ও বিএস রেকর্ড, রাস্তার শ্রেণি, ভূমি অধিগ্রহণসংক্রান্ত নথি এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি যাচাই করলে বিরোধের প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হতে পারে। বিশেষ করে এলজিইডির দাবি অনুযায়ী সংযোগ সড়কের জন্য প্রয়োজনীয় জমির অংশ সরকারি খাস হলে সেই জমির বর্তমান রেকর্ড ও ব্যবহারিক অবস্থাও যাচাই করা জরুরি। এলাকাবাসীর দাবি, জেলা প্রশাসন, এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও ভূমি প্রশাসনের সমন্বয়ে দ্রুত সরেজমিন তদন্ত করা হোক। একই সঙ্গে প্রকল্পের নকশা ও ভূমি-সংক্রান্ত সব নথি যাচাই করে প্রকৃত মালিকানা ও আইনগত অবস্থান নির্ধারণ করা হোক। তাদের প্রত্যাশা, দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি করে সংযোগ সড়কের নির্মাণকাজ শেষ করা হবে। তাহলে প্রায় ৬ কোটি ৮৩ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেতুটি অবশেষে জনগণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হবে এবং ধামুরা-শোলকসহ আশপাশের এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের যোগাযোগ দুর্ভোগের অবসান ঘটবে।

মেঘনায় ধরা পড়ল মৌসুমের

গত বুধবার দুপুরে ইলিশটি সাগরের মোহনায় তাঁর জালে ধরা পড়ে। এত বড় ইলিশ সচরাচর দেখা যায় না। মাছঘাটে নিয়ে নিলামে তুললে মাছটি দেখতে ভিড় জমান উৎসুক জনতা। পরে নিলামে ১২ হাজার ৯০০ টাকায় বিক্রি হয়। ক্রেতা লোকমান ব্যাপারী জানান, নিলাম থেকে মাছটি তিনি ১২ হাজার ৯০০ টাকায় কিনেছেন। ইলিশটি আরও বেশি টাকায় বিক্রির জন্য আজই ঢাকা পাঠানো হবে বলেও জানান তিনি। নিলামে অংশ নেওয়া জসিম হাজরী বলেন, 'তালতলি ঘাটে এ বছরের সবচেয়ে বড় ইলিশ এটি। ঘাটের সব আড়তদার মাছটি কেনার জন্য নিলামে অংশ নেন। পরে লোকমান ব্যাপারী মাছটি কিনে নেন।' মাছঘাটের আড়তদার নাগর হাজারি বলেন, 'মাঝে মাঝে এই ঘাটে বড় আকারের ইলিশ আসে। আজকের ইলিশটি এ মৌসুমের সবচেয়ে বড়।' এ বিষয়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন বলেন, ভরা মৌসুমের শেষ দিকে নদীতে ও সাগরে কম পরিমাণ ইলিশ ধরা পড়ছে। সামনেই মাছের ডিম দেওয়ার মৌসুম আসছে। ফলে বড় আকারের ইলিশ নদীতে আসছে। সে জন্যই জেলের জালে এসব মাছ ধরা পড়ছে।

বাউফলে টেকসই বাঁধ ও সেতুর দাবিতে

বেঁচে আছেন। প্রমত্তা তেঁতুলিয়ার জোয়ারে ঘরবাড়ি ও ফসলি জমি তলিয়ে যায় এবং ভাটার সময় চর জেগে ওঠে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হালের বলদ, পুকুরের মাছ ও কৃষিজমি হারিয়ে ইতিমধ্যে কয়েক হাজার মানুষ নিঃস্ব হয়েছেন এবং নদীতে বিলীন হয়েছে বেশ কয়েকটি গ্রাম। এ অবস্থায় তারা ভাঙন রোধে টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণের দাবি জানান। বক্তারা আরও বলেন, পটুয়াখালী ইপিজেড ও পায়রা বন্দর এবং ভোলার ভেদুরিয়া ও বাউফলের তেঁতুলিয়া নদীতে সেতু নির্মিত হলে ভোলা, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর ও বরিশালের সঙ্গে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক সেতুবন্ধন তৈরি হবে। এর মাধ্যমে কম সময়ে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত সহজ হওয়ার পাশাপাশি এলাকায় শিল্প-কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠবে। ফলে ৬টি জেলার ২৫টি উপজেলার মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। মানববন্ধনে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য শহীদুল ইসলাম তালুকদার, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহ-সম্পাদক কামরুজ্জামান কামরুল, জামায়াতের উপজেলা আমির রফিকুল ইসলাম, সম্পাদক মো. খালিদুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান বাবুল মিয়া, ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক তৌসিফুর রহমান রাফা এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সম্পাদক মো. তারেক।

আমতলীতে সরকারি চালের কার্ড

চালু করে সরকার। এ কর্মসূচির আওতায় নির্ধারিত উপকারভোগীরা প্রতি কেজি ১৫ টাকা দরে চাল কিনে থাকেন। চলতি বছর পুরোনো কার্ডের লেখার ঘর শেষ হয়ে যাওয়ায় উপকারভোগীদের কার্ড নবায়নের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এ জন্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট ডিলারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে, চাওড়া ইউনিয়নের ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মোট ৪২২ জন উপকারভোগী রয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) চাল বিতরণের সময় ডিলার হারুন সিপাহী পুরোনো কার্ডের সঙ্গে নতুন কার্ড নবায়নের কথা বলে প্রত্যেক উপকারভোগীর কাছ থেকে ২০০ টাকা করে অতিরিক্ত আদায় করেন। এ সময় ১২৩ জন উপকারভোগীর কাছ থেকে মোট ২৪ হাজার ৬০০ টাকা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা। বিষয়টি স্থানীয় ইসলামী আন্দোলনের নেতা নিজাম মল্লিকের নজরে এলে তিনি উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তাকে বিষয়টি জানান। পরে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয় থেকে জানানো হয়, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির কার্ড নবায়নের জন্য উপকারভোগীদের কাছ থেকে ২০০ টাকা করে নেওয়ার কোনো অনুমতি বা সরকারি নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে উপকারভোগীরা ডিলার হারুন সিপাহীকে কিছু সময়ের জন্য অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে ১২৩ জন উপকারভোগীর কাছ থেকে নেওয়া টাকা ফেরত দেওয়া হলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, সরকার দরিদ্র মানুষের জন্য স্বল্পমূল্যে খাদ্য সরবরাহসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু মাঠপর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অনিয়ম ও অতিরিক্ত টাকা আদায়ের কারণে সরকারের এসব উদ্যোগের সুফল নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। অভিযোগের বিষয়ে চাওড়া ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার হারুন সিপাহী বলেন, "১২৩ জনের কাছ থেকে অফিসের কার্ডের খরচ হিসেবে ২০০ টাকা করে নেওয়া হয়েছিল। পরে সব টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে।" তবে কার্ড নবায়নের জন্য টাকা নেওয়ার বিষয়ে কোনো সরকারি নির্দেশনা দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন আমতলী উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা শারমিন আক্তার। তিনি বলেন, "কার্ডপ্রতি ২০০ টাকা করে নেওয়ার জন্য আমি কোনো নির্দেশনা দিইনি। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কার্ড নবায়নের জন্য উপকারভোগীদের কাছ থেকে কোনো টাকা নেওয়ার বিধান নেই। বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে ডিলারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" স্থানীয় সচেতন মহলের দাবি, দরিদ্র মানুষের জন্য নির্ধারিত খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে অনিয়মের অভিযোগ গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে কার্ড নবায়নসহ কর্মসূচির কোনো কার্যক্রমে যাতে উপকারভোগীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় না করা হয়, সে বিষয়েও কঠোর নজরদারি প্রয়োজন।

ডাবল ডেকার স্লিপার বাস পড়লো

চলাচলের কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। দ্রুত সড়কটি ফোর লেনে উন্নীত করে নিরাপদ ও প্রশস্ত করা হলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি অনেকটাই কমবে বলে মনে করেন তারা। স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল মতিন বলেন, 'বাসটি খাদে পড়ে যাওয়ার পর আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। বাসের দরজা দিয়ে যাত্রীদের বের করা সম্ভব হচ্ছিল না। পরে আমরা গ্লাস ভেঙে ভেতরে থাকা সবাইকে উদ্ধার করি। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।' খেপুপাড়া ফায়ার স্টেশনের টিম লিডার শাহাদাত হোসেন বলেন, এ ঘটনায় ছয়জন আহত হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে। তবে দুর্ঘটনায় কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

এলএনজি আমদানিতে স্পট

সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো তুলনামূলক স্থিতিশীল ও কম দামে দীর্ঘ সময় গ্যাস পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে সেই সুবিধা এখন অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। চলতি বছরের মার্চে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের মধ্যে এলএনজি অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলে কাতার সরবরাহ সীমিত করে। জুলাইয়ে একটি কার্গো এলেও নিয়মিত সরবরাহ আর স্বাভাবিক হয়নি। সর্বশেষ কাতার আগামী নভেম্বর পর্যন্ত অনিবার্য পরিস্থিতির কথা জানিয়ে সরবরাহে বিলম্বের মেয়াদ বাড়িয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির সরবরাহ অনিশ্চিত হওয়ায় বাংলাদেশকে এখন স্পট মার্কেটের ওপর বেশি নির্ভর করতে হচ্ছে; কিন্তু সেখানেও পর্যাপ্ত কার্গো পাওয়া যাচ্ছে না। রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের (আরপিজিসিএল) তথ্যানুযায়ী, ৮-৯ সেপ্টেম্বর এবং ১-২ অক্টোবর সরবরাহের জন্য আহ্বান করা দুটি কার্গোর বিপরীতে কোনো প্রতিষ্ঠান এখনো প্রস্তাব দেয়নি। দুই মাস ধরে চলা গ্যাস সংকটে শিল্প, বিদ্যুৎ ও আবাসিক খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জুলাই ও আগস্টে একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকায় সরবরাহ কমে যায়। পরে টার্মিনাল চালু হলেও প্রয়োজনীয় পরিমাণ এলএনজি পাওয়া যাচ্ছে না। একই সময়ে কমেছে দেশীয় গ্যাস উৎপাদনও। পেট্রোবাংলা সূত্র বলছে, বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরবরাহ পরিস্থিতি সামাল দেওয়া। ৬ সেপ্টেম্বর সরবরাহের জন্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ব্ল্যাক কিউব ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে একটি কার্গো কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি এখনো সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারেনি। এ ছাড়া ওই সময়ের জন্য দুই দফা স্পট দরপত্র আহ্বান করেও কোনো সরবরাহকারী পাওয়া যায়নি। ফলে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহে রেশনিং অব্যাহত রাখতে হচ্ছে। পেট্রোবাংলার তথ্যমতে, বৃহস্পতিবার মোট গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে ২৩৩ কোটি ঘনফুট। এর মধ্যে দেশীয় খাত থেকে সরবরাহ করা হয়েছে ১৬১ কোটি ৮ লাখ ঘনফুট ও এলএনজি থেকে সরবরাহ করা হয়েছে ৭১ কোটি ২ লাখ ঘনফুট গ্যাস। পুনঃদরপত্রে লোকসান কম দামে গ্যাস পাওয়ার আশায় আগের দরপত্র বাতিল করে পুনঃদরপত্র আহ্বান করায় সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় বেড়েছে ১২৩ কোটি টাকারও বেশি। জ্বালানি বিভাগের সূত্রমতে, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমার প্রত্যাশায় দুটি কার্গোর আগের দরপত্র বাতিল করে পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে উল্টো সরকারের ব্যয় বেড়েছে। ২৫-২৬ সেপ্টেম্বর সরবরাহের কার্গোর জন্য গত সোমবারের দরপত্রে বিপি সিঙ্গাপুর প্রতি ইউনিট এলএনজির দাম চেয়েছিল ২৫ দশমিক ৬২ ডলার। দাম বেশি মনে হওয়ায় সেই দরপত্র বাতিল করা হয়। পরে পুনঃদরপত্রে একই সময়ের কার্গোর সর্বনিম্ন দর আসে ২৭ দশমিক ৫৪ ডলার। এতে শুধু এই কার্গোতেই সরকারের বাড়তি ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৬৫ লাখ ডলার বা প্রায় ৮০ কোটি টাকা। একইভাবে ৫-৬ অক্টোবর সরবরাহের কার্গোর জন্য আগের দরপত্রে ভিটল এশিয়া প্রতি ইউনিট প্রায় ২৫ দশমিক ৫ ডলার দর দিয়েছিল। পুনঃদরপত্রে একই প্রতিষ্ঠান দর বাড়িয়ে ২৬ দশমিক ৬৬৮ ডলার করে। ফলে এই কার্গোতে সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হবে প্রায় ৩০ লাখ ডলার বা ৩৭ কোটি টাকার মতো। সব মিলিয়ে দুটি কার্গোর ক্ষেত্রেই সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় দাঁড়িয়েছে এক কোটি ডলারের বেশি, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১২৩ কোটি টাকার সমান। সাম্প্রতিক সময়ের এলএনজি আমদানির দামের সঙ্গে তুলনা করলে বর্তমান পরিস্থিতির ভয়াবহতা স্পষ্ট হয়। গত ২৪ আগস্ট অনুমোদিত দুই কার্গোর দাম ছিল যথাক্রমে ২৪ দশমিক ৬২ ডলার ও ২৪ দশমিক ২৫ ডলার। এর আগে ১৯ আগস্ট কেনা একটি কার্গোর দাম ছিল ২৩ দশমিক ৯৩ ডলার। অথচ এবার স্পট মার্কেট থেকে কেনা তিনটি কার্গোর দাম ২৬ দশমিক ৬৭ ডলার থেকে ২৮ দশমিক ০৩ ডলারের মধ্যে। অর্থাৎ মাত্র দুই সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি ইউনিট এলএনজির দাম সর্বোচ্চ প্রায় চার ডলার বেড়েছে। এর প্রভাব পড়ছে আমদানি ব্যয়েও। জুলাইয়ের শেষ দিকে একটি কার্গো কিনতে ব্যয় হয়েছিল ৯৪৩ কোটি টাকার কিছু বেশি। এখন সেই ব্যয় বেড়ে এক হাজার ১৩০ থেকে এক হাজার ১৮৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। বাড়ছে ভর্তুকি বর্তমানে প্রতি মাসে দেশে গড়ে ১০টি এলএনজি কার্গো আমদানি করা হয়। এর মধ্যে সাত থেকে আটটি কার্গোই স্পট মার্কেট থেকে কিনতে হচ্ছে। প্রতিটি কার্গোর জন্য সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। অথচ সেই গ্যাস বিক্রি করে সরকার আয় করছে মাত্র ৩৫০ কোটি টাকার মতো।অর্থাৎ প্রতি কার্গোতেই লোকসান হচ্ছে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। আগস্ট মাসের এলএনজি আমদানির জন্য সরকার ইতোমধ্যে পেট্রোবাংলাকে ৪ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, সেপ্টেম্বর মাসে জাপান-কোরিয়া মার্কার (জেকেএম) সূচকে এলএনজির দাম প্রতি ইউনিট ২২ দশমিক ৯৫ থেকে ২৩ দশমিক ৫০ ডলারের মধ্যে থাকলেও বাংলাদেশকে ২৬ থেকে ২৮ ডলার পর্যন্ত দামে কার্গো কিনতে হচ্ছে। স্পট মার্কেট থেকে অল্প সময়ে সরবরাহ নিশ্চিত করতে কিছুটা বেশি দাম স্বাভাবিক হলেও ২ থেকে ৩ ডলারের এই অতিরিক্ত ব্যবধান আর্থিক চাপ বাড়িয়ে তুলছে। বর্তমানে দেশি ও আমদানিকৃত গ্যাস মিলিয়ে মিশ্রিত গ্যাসের উৎপাদন ব্যয় প্রতি ইউনিট প্রায় ৪৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে। ছয় মাস আগে এই ব্যয় ছিল ৩১ টাকা ৪২ পয়সা। অথচ সরকার গ্যাস বিক্রি করছে গড়ে ২৩ টাকা ৯০ পয়সা দরে। সংশ্লিষ্টদের মতে, গত অর্থবছরে এলএনজি আমদানিতে সরকারের লোকসান হয়েছিল প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ, কাতার ও ওমানের সরবরাহ সংকট এবং স্পট মার্কেটের উচ্চমূল্যের কারণে চলতি অর্থবছরে সেই লোকসান আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আরপিজিসিএলের এলএনজি ডিভিশনের এক কর্মকর্তা বলেন, কাতারের কার্গো ফোর্স ম্যাজিউরের পর স্পট মার্কেটের ওপর জোর বাড়াতে হয়েছে। সে অনুযায়ী দরপত্রও আহ্বান করা হয়েছে। এলএনজি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে আমরা কাজ করছি।

পররাষ্ট্রনীতিতে দেশের স্বার্থকে সবার আগে

বাংলাদেশের স্বার্থকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্রনীতি একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টায় সিলেট জেলা পরিষদে জেলা ও মহানগর বিএনপির আয়োজনে মতবিনিময় সভায় যোগ দেওয়ার আগে এ কথা বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। হুমায়ুন কবির বলেন, 'দেশের মানুষের জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখেই আমরা বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছি। প্রতিটি দেশের সঙ্গে আমরা ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রাখছি।' আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বর্তমান গতিধারা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বর্তমানে একটি উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছেছে।' প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি চীন সফর করেছেন। সেখানে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। এর ফলে দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে। বর্তমানে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক "সার্বিক কৌশলগত অংশীদারত্বে" রূপ নিয়েছে।' মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবির বলেন, 'সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ়। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের সঙ্গেও বাংলাদেশের যোগাযোগ জোরদার হচ্ছে।' তিনি জানান, সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে পাঠানো এক চিঠিতে শিগগিরই তার সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ওই চিঠিতে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। হুমায়ুন কবির বলেন, 'আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছি। কারণ আমরা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত একটি বৈধ সরকার। আমাদের ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত।' ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার আগ্রহ রয়েছে। তবে দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই।' শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থানের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে দেড় হাজারের বেশি মানুষ হত্যার সঙ্গে জড়িত 'পলাতক সন্ত্রাসী' শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন।' তিনি দাবি করেন, শুধু সাম্প্রতিক এক মাসে নয়, গত ১৫ বছরেও শেখ হাসিনার সময়ে অসংখ্য মানুষ গুম ও হত্যার শিকার হয়েছেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, দেশের কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠনকারী শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতের মাটিতে অবস্থান করছেন। ভারতের সার্বভৌম ভূখণ্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশে কোনো ধরনের সহিংসতা বা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হলে তা মেনে নেওয়া হবে না। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা যেভাবে বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতে পালিয়ে যাওয়া কোনো সন্ত্রাসীকে স্থান দেব না, তেমনি ভারতের কাছ থেকেও আমরা প্রত্যাশা করি যে তারা আমাদের দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া কোনো সন্ত্রাসীকে তাদের দেশে প্রশ্রয় দেবে না।' 'জাতীয় স্বার্থ, পারস্পরিক মর্যাদা ও সমতার ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য।' এর আগে শুক্রবার দুপুরে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবারের মতো সিলেটে আসেন হুমায়ুন কবির। সিলেটে এসে তিনি হজরত শাহজালাল (র.)-এর মাজারে জুমার নামাজ আদায় করেন। পরে বিকেল ৪টায় সিলেট জেলা পরিষদে জেলা ও মহানগর বিএনপির আয়োজনে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও সিলেট ওয়াসার চেয়ারম্যান মিফতাহ্ সিদ্দিকী, সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি ও সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ূম চৌধুরী, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট-৬ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী, সিলেট জেলা পরিষদের প্রশাসক আবুল কাহের শামীমসহ দলীয় নেতাকর্মীরা।

ইরানে বিয়েবাড়িতে সরাসরি

ও ভিডিও বিশ্লেষণ করে তারা এ মত দিয়েছেন। মঙ্গলবার ছোট শহর কুহেস্তাকে ওই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। চার সামরিক অস্ত্র বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ভবনটির ক্ষয়ক্ষতির ধরন কোনো লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতের পর অস্ত্রের প্রতিফলিত আঘাতের চেয়ে সরাসরি আঘাতের সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তিনজনের ধারণা, ব্যবহৃত অস্ত্রটি ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্রের পরিবর্তে মার্কিন অস্ত্র হতে পারে। তবে হামলার প্রকৃত কারণ ও অস্ত্রের ধরন এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত হয়নি। ১ সেপ্টেম্বর ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে আইআরজিসির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, রাডার ও যোগাযোগ স্থাপনা লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্র একাধিক হামলা চালানোর কথা জানায় মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড। কুহেস্তাক এলাকার একটি টেলিযোগাযোগ টাওয়ারও ওই হামলার লক্ষ্য ছিল বলে দুই মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন। স্যাটেলাইট তথ্য অনুযায়ী, টেলিযোগাযোগ টাওয়ারটি বিয়ের অনুষ্ঠানস্থল থেকে প্রায় ১৩৫ মিটার দূরে। ইরানি গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৯টার দিকে টাওয়ারটিতে আঘাত হানা হয়। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বৃহস্পতিবার বলেছেন, বিয়ের অনুষ্ঠানে হতাহতের ঘটনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তদন্ত করছে। মার্কিন সামরিক বাহিনীও জানিয়েছে, তারা ঘটনাটির বিষয়ে অবগত এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকারী দুই সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠানের তিন অতিথি ৪৩ বছর বয়সী কলসুম মোল্লাহী নাজহানদানিয়া, ৫০ বছর বয়সী জারখাতুন তাহেরি এবং চার বছর বয়সী আমির মোহাম্মদ কারিমি রয়েছেন। ১৬ বছর বয়সী মোহাম্মদ মল্লাহী যোগাযোগ টাওয়ারের কাছে মোটরসাইকেলে থাকা অবস্থায় নিহত হন বলে জানানো হয়েছে। ইরানে চলমান সংঘাতে বেসামরিক হতাহতের বিষয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে এ ঘটনা। এর আগে ২৮ ফেব্রুয়ারি মিনাব শহরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাতে ১৭৫ জনের বেশি শিশু ও শিক্ষক নিহত হওয়ার কথা জানিয়েছিল ইরানি কর্তৃপক্ষ। ওই ঘটনার বিষয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর এখনো তদন্তের ফল প্রকাশ করেনি। তবে রয়টার্সের আগের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রাথমিক অভ্যন্তরীণ তদন্তে ওই হামলার জন্য মার্কিন বাহিনী দায়ী হওয়ার সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছিল। রয়টার্সের পর্যালোচনা করা ছবি ও ভিডিও বিশ্লেষণ করে তারা বলেছেন, হামলাটি সম্ভবত সরাসরি আঘাত ছিল; কাছের টেলিযোগাযোগ টাওয়ারে হামলার ধ্বংসাবশেষ ছিটকে এসে বাড়িটিতে আঘাত করার সম্ভাবনা কম। ১ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৯টার দিকে বিয়ের অনুষ্ঠানে হামলার খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা মানবাধিকার সংগঠনগুলো জানিয়েছে, হামলার পর প্রত্যক্ষদর্শীদের বিদেশি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা না বলতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চাপ দিয়েছিল। রয়টার্স মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে। রয়টার্সকে দেওয়া এক ভয়েস বার্তায় এক বাসিন্দা জানান, অনুষ্ঠানে অনেক মানুষ ছিলেন এবং হামলার পর আহতদের অনেকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম টেলিযোগাযোগ কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, কাছের টেলিযোগাযোগ টাওয়ারটি সামরিক স্থাপনা নয়; এটি সিরিক কাউন্টির বাসিন্দাদের মোবাইল, টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবা দিয়ে থাকে। অস্ত্র বিশ্লেষক ট্রেভর বল বলেন, বাড়িটির ছাদে বিস্ফোরণের চিহ্ন দেখে মনে হচ্ছে কোনো অস্ত্র সরাসরি ছাদে বা ছাদের ঠিক ওপর বিস্ফোরিত হয়েছে। তার মতে, কাছের যোগাযোগ টাওয়ারে হামলার ফলে ছিটকে আসা ধ্বংসাবশেষ দিয়ে এমন ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। তিনি অস্ত্রটি মার্কিন বলে মনে করছেন। আরেক বিশেষজ্ঞ কলেটের মতে, প্রমাণের ভার একটি মার্কিন ৫০০ পাউন্ডের আকাশ থেকে নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র ব্যবহারের দিকেই বেশি ইঙ্গিত করে। অসলোভিত্তিক পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষক সেবাস্টিয়ান শুটও বলেন, ছাদের ক্ষতির ধরন টেলিযোগাযোগ টাওয়ার থেকে অস্ত্রের আঘাত ছিটকে আসার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তিন বিশেষজ্ঞই বলেছেন, বাড়িটি কোনো ভুল করে ছোড়া ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস হয়েছে, এমন সম্ভাবনা কম। ইরানি গণমাধ্যমে প্রকাশিত কিছু অস্ত্রের ধ্বংসাবশেষকে ট্রেভর বল মার্কিন বাহিনীর ব্যবহৃত জেএসওডব্লিউ ধরনের গ্লাইড বোমার অংশ হিসেবে শনাক্ত করেছেন। তবে এসব ধ্বংসাবশেষ কুহেস্তাকের ওই বাড়িতে হামলারই অংশ ছিল কি না, তা স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি রয়টার্স। এদিকে হামলায় নিহতদের স্মরণে বৃহস্পতিবার কুহেস্তাকে জানাজা ও শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, সিরিকের পরিস্থিতি শোকাবহ এবং হামলার পরও মানুষ এখনো গভীরভাবে হতবাক। ছয় মাসের চলমান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের রাডার ও যোগাযোগ স্থাপনায় একাধিকবার হামলা চালিয়েছে। ওয়াশিংটনের দাবি, কৌশলগত হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজ ও তেলবাহী ট্যাংকারের ওপর ইরানি সামরিক হুমকি ঠেকাতেই এসব হামলা চালানো হচ্ছে।

তারেক রহমানের ভারত

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য ভারত সফর নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'এ বিষয়ে আমাদের কাছে কোনো নতুন তথ্য নেই।' আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে ১৮তম ব্রিকস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। চলতি বছর ব্রিকসের চেয়ার হিসেবে ভারত সম্মেলনটির আয়োজন করছে। বাংলাদেশকে সম্মেলনের আউটরিচ সেশনে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ আমন্ত্রণ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমানকে নয়, বিমসটেকের বর্তমান চেয়ার হিসেবে বাংলাদেশের দায়িত্বের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে পৃথকভাবে দ্বিপক্ষীয় সফরের আমন্ত্রণও জানিয়েছে নয়াদিল্লি। তবে ঢাকার পক্ষ থেকে এখনো সফরের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুই দেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় আলোচনা এবং উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েই উচ্চপর্যায়ের সফরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তারেক রহমানের সম্ভাব্য ভারত সফরের আলোচনার পাশাপাশি ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে রয়েছে ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইস্যু। ভারতে অবস্থান করে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একের পর এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে অপর এক প্রশ্নের জবাবে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'কোনো মন্তব্য নেই।' ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ভারতে চলে যান শেখ হাসিনা। বর্তমানে তিনি সেখানেই অবস্থান করছেন। বাংলাদেশ সরকার তার প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়ে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কার্যালয়ও জানিয়েছে, শেখ হাসিনা ও ভারতে অবস্থানরত অন্যান্য পলাতক আসামিদের প্রত্যর্পণের বিষয়ে নয়াদিল্লির জবাবের অপেক্ষায় রয়েছে ঢাকা। এরই মধ্যে গত ৫ আগস্ট নয়াদিল্লিতে আয়োজিত একটি মিডিয়া অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ সরকার এর আগে ভারতকে অনুরোধ করেছিল, দেশটির ভূখণ্ড ব্যবহার করে শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ যেন রাজনৈতিক বক্তব্য বা এমন কোনো কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে না পারেন, যা বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করতে পারে। শেখ হাসিনার ওই বক্তব্যের পর দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে টানাপোড়েন তৈরি হয়। যদিও ভারত বলেছে, ওই অনুষ্ঠানে তাদের সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল না এবং সেখানে দেওয়া বক্তব্যের সঙ্গেও তারা একমত নয়। তারেক রহমানের ভারত সফর হলে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর নয়াদিল্লির সঙ্গে নতুন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা হতে পারে। সম্ভাব্য সফরে দুই দেশের বাণিজ্য, জ্বালানি, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় আসতে পারে। ভারতের হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদিও এর আগে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে বৈঠক হলে দুই দেশের বিভিন্ন অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানের পথ তৈরি হবে। তবে ঢাকার দৃষ্টিতে সফরটিকে কেবল আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে দেখতে চায় না সরকার। শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ, ভারতে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং দুই দেশের পারস্পরিক আস্থার প্রশ্ন সফরের পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আব্দুল কাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

অনুমোদিত কমিটিতে শিক্ষক সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছেন মো. এমরান হোসেন এবং অভিভাবক সদস্য হিসেবে মো. শফিকুল ইসলাম। এছাড়া পদাধিকারবলে সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জসিম উদ্দিন। দায়িত্ব পাওয়ার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে নবনির্বাচিত সভাপতি দেওয়ান মো. মামুন হোসেন বলেন, 'আমি এই বিদ্যালয়েরই প্রাক্তন ছাত্র। বিদ্যালয়ের প্রতিটি কক্ষ ও প্রাঙ্গণ আমার শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত। নিজের বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পাওয়াটা আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের। অনুভূতিটি ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।' তিনি আরও দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেন, 'আমি সভাপতি হিসেবে নয়, এই বিদ্যালয়ের একজন সাধারণ ছাত্র হিসেবেই দায়িত্ব পালন করবো। বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানটিকে সুন্দর, সুষ্ঠু ও দুর্নীতিমুক্ত রাখতে নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। বিদ্যালয়ে যেন কোনো ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি না ঘটে, সেদিকে কঠোর নজর রাখা হবে। আমার প্রিয় প্রতিষ্ঠানটিকে একটি মানসম্মত ও সুশাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষক, অভিভাবক ও এলাকাবাসীর দোয়া এবং পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করছি।' ?জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাবেক এ শীর্ষ নেতা গাছুয়া আব্দুল কাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মনোনীত হওয়ায় স্থানীয় সুশীল সমাজ ও সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা গেছে। নতুন এই এডহক কমিটি বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং একটি শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।

মহানবী সা. এর আদর্শেই মানবতার

ও মানবিক সমাজ গঠনে রাসুল (সাঃ)-এর সীরাত বা জীবনদর্শনের কোনো বিকল্প নেই।" তিনি বর্তমান তরুণ সমাজকে রাসুল (সাঃ)-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। ?বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চরফ্যাশন উপজেলা আমীর অধ্যক্ষ মীর শরীফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সিম্পোজিয়ামটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা সেক্রেটারি মাওলানা আবুল কাশেম। ?অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা করেন লক্ষীপুর সদর কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন। বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোরহান উদ্দিন কামিল মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা হাবিবুর রহমান আল জাজিরী,বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ভোলা জেলা শাখার সেক্রেটারি কাজী মাওলানা হারুন অর রশিদ এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট পারভেজ হোসেন। ?সিম্পোজিয়ামে আমন্ত্রিত বক্তাগণ রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাক্কী ও মাদানী জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক, সমাজ সংস্কারে তাঁর ঐতিহাসিক অবদান এবং কালজয়ী শিক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, ছাত্র ও উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সাধারণ তৌহিদী জনতা উপস্থিত ছিলেন।

মঠবাড়িয়ায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের

মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা আঞ্চলিক মহাসড়কে একটি মিছিল বের করেন। মিছিলটি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও স্থানীয় আ. লীগ নেতা আশরাফুর রহমানের ছবিসংবলিত বিভিন্ন প্ল্যাকার্ডসহ শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের দাবিতে নানা স্লোগান দিতে দিতে সড়ক প্রদক্ষিণ করে। ছাত্রলীগের আক?স্মিক মি?ছিলের বিষয়ে পৌর বিএন?পির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান বলেন, ''নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রকাশ্য দিবালোকে আঞ্চলিক মহাসড়কে লাঠিসোঁটা ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে কীভাবে এমন শোডাউন করে! এ ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাই।'' মঠবাড়িয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) র?বিউল ইসলাম বলেন, ''নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিলের খবর শুনেছি। এ বিষয়ে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।''

সততা ও মানবিকতায় অনন্য

ক্ষমতার কারণে তাঁর তৈরি প্রতিটি রিপোর্ট অত্যন্ত নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও তাঁর কাজের মান এবং সততা নিয়ে কোনো ধরনের অনিয়ম বা অভিযোগের সুযোগ রাখেননি তিনি। স্থানীয় রোগী ও সেবাগ্রহীতাদের মতে, অধ্যাপক ডা. হানিফ হাওলাদার কেবল একজন দক্ষ চিকিৎসকই নন, বরং অত্যন্ত সৎ ও ভালো মনের একজন মানুষ। প্রতিটি রিপোর্ট অত্যন্ত যত্ন সহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি মতামত প্রদান করেন, যা সঠিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মেডিকেল কলেজের সহকর্মী ও সেবাগ্রহীতা চিকিৎসকদের অভিমত, বর্তমানের ব্যবসায়িক মানসিকতার ভিড়ে ডা. হানিফ হাওলাদারের মতো নীতিবান ও দায়িত্বশীল চিকিৎসক পুরো চিকিৎসা সমাজের জন্য এক অনুকরণীয় অনুপ্রেরণা।

শিশু ওয়ার্ডে ধারণক্ষমতার দ্বিগুণ রোগী

জেনারেল হাসপাতাল। কিন্তু আবহাওয়া পরিবর্তন ও হামের ভয়াবহ প্রকোপে হাসপাতালটিতে এখন আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে শিশু রোগীর সংখ্যা। ৫০ শয্যার ওয়ার্ডে প্রতিদিন ১২০ জনেরও বেশি শিশু গাদাগাদি করে মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছে। অথচ এ হাসপাতালটিতে বর্তমানে নেই কোনো শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। রোগীদের মধ্যে একজন বলেন, 'ডাক্তার একজন নাই, ওই একবার দেখায় হ্যার পর তো আর দেখা হয় না। আবার হ্যার পরদিন ১০টা-১১টা বাজে একবার আয়।' অন্য একজন বলেন, 'একজন ডাক্তার, কালকে একবার আসছে, আজকে একবার আসছে।' হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, গত ২০ জুলাই একমাত্র শিশু বিশেষজ্ঞ মেহেদী পারভেজ পদোন্নতি ও বদলি হওয়ায় পদটি এখন ফাঁকা। এমনকি নবজাতকদের বিশেষ চিকিৎসা ইউনিট 'স্ক্যানু'তেও নেই কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। মাত্র একজন মেডিকেল অফিসার দিয়ে কোনমতে চলছে শিশু ওয়ার্ড। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভাব এবং অতিরিক্ত রোগীর চাপ সামলাতে প্রতিদিন হিমশিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. শায়লা আক্তার বলেন, 'জনবল সংকটটা এখন এতটাই তীব্র হয়ে গেছে যে, এই ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে এখানে শিশুর একজন কনসালটেন্ট নাই। আমি বায়োপোস্ট মেডিকেল অফিসার, কিন্তু প্রতিদিন এতগুলো রোগী আমারই একারই দেখা লাগতেছে। এটা আসলে খুবই মানে অবর্ণনীয় কষ্ট হয়ে যায়। প্রতিদিন এতগুলো রোগী দেখা আসলে একজন মানুষের পক্ষে খুবই কষ্টকর।' ২০১০ সালে হাসপাতালটি ১০০ থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হলেও অনুমোদিত চিকিৎসক ৮৩টি পদের মধ্যে আছেন মাত্র ১৫ জন। গাইনি, মেডিসিন, সার্জারি কিংবা অ্যানেস্থেসিয়ার মতো বিভাগগুলো প্রায় ডাক্তারশূন্য। ফলে সামান্য জটিলতায় শিশুদের পাঠানো হচ্ছে বরিশাল কিংবা ঢাকায়। এতে ব্যয় বাড়ার পাশাপাশি জীবন ঝুঁকিতে পড়ছে শিশুরা। অসুস্থ এক শিশুর মা বলেন, 'বাচ্চা অসুস্থ অই পড়লে কারে দেখাব? বাহিরে যাইতে গেলে ৭০০-৮০০ টাকা ভিজিট লাগে। এজন্য বাইরে যাইতে পারি না। এই জায়গায় ওই বেশি অসুস্থ অই পড়ে। তারপরে রেফার করে বরিশাল যান।' অন্য একজন বলেন, 'এখন দেয়া যায় যেন সকাল ১০টায় রোগী দেইখ্যা গেছে, ১২টায় রোগী অসুস্থ অই পড়ছে। এখন যে বাইরে কোনোহানে যাই দেখাবার আমাগো সুযোগ নাই। গরীব মানুষ, ৭০০-৮০০ টাকা ভিজিট দিয়ে দেখাইতেও পারবে না।' রোগী ও স্বজনদের এমন ভোগান্তির কথা স্বীকার করে স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে, চিকিৎসক সংকটের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তাগিদ দেয়া হচ্ছে। বরগুনার সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আবুল ফাত্তাহ বলেন, 'আমি এবং ডিসি মহোদয় দুইজনই আমাদের সম্মিলিত একটা চিঠির মাধ্যমে আমরা অন্তত দুইজন শিশু বিশেষজ্ঞসহ পাঁচজন চিকিৎসক আমরা চাহিদাপত্র দিয়েছি। আশা করছি যে এই শিশু বিশেষজ্ঞ অতিসত্বরই এখানে আসবেন।' কাগজে-কলমে ২৫০ শয্যা হলেও বাস্তবে স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত বরগুনার বাসিন্দারা। দ্রুত সময়ে বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে শিশু বিশেষজ্ঞসহ অন্যান্য চিকিৎসক পদায়নের দাবি জেলাবাসীর।

খানাখন্দে বেহাল পিরোজপুর বাস

ব্যবস্থা ও নানা অব্যবস্থাপনায় দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। সরেজমিনে দেখা যায়, টার্মিনালের বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় অসংখ্য গর্ত তৈরি হয়েছে। বৃষ্টির পানি জমে কোনো কোনো গর্ত ছোট জলাশয়ের মতো হয়ে আছে। কাদা-পানি মাড়িয়েই বাসে ওঠানামা করতে হচ্ছে যাত্রীদের। এতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়ছেন নারী, শিশু, বয়স্ক ও শিক্ষার্থীরা। কাদা-পানিতে কাপড় ও জুতা নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বড় গর্তে যানবাহনের চাকা আটকে গিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে যানজট। এতে প্রতিদিন টার্মিনাল ব্যবহার করতে গিয়ে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিকদের। পিরোজপুর থেকে নিয়মিত বরিশালে যাতায়াতকারী অনার্স শিক্ষার্থী শাকিব খান বলেন, টার্মিনালের অবস্থা খুবই খারাপ। ভেতরে ঢুকে বাসে উঠতে গেলে জামাকাপড় নষ্ট হয়ে যায়। সামান্য বৃষ্টিতেই প্রবেশের কোনো উপায় থাকে না। ওয়াশরুম অনেক দূরে, সেখানে যেতেও কাদা ভেঙে যেতে হয়। টয়লেটের অবস্থাও করুণ। রিকশা নিয়ে ঢুকতে গিয়ে গর্তে পড়ে আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। যাত্রী রহিমা আক্তার বলেন, দূরপাল্লার বাসে যাতায়াতের সময় মালামাল নিয়ে টার্মিনালে চলাচল করতে অনেক সমস্যা হয়। টার্মিনালের ভাঙাচোরা ও কাদাযুক্ত অবস্থার কারণে রিকশাচালকরাও অনেক সময় ভেতরে যেতে চান না। শুধু যাত্রী নয়, প্রতিদিন ভোগান্তিতে পড়ছেন বাস, মিনিবাস, অটোরিকশা, রিকশা ও মোটরসাইকেল চালকরাও। গর্তে যানবাহনের চাকা আটকে যাওয়া, কাদা-পানিতে পড়ে যাওয়া এবং বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটছে। বাসচালক পান্না বলেন, টার্মিনালে ঢোকা ও বের হওয়ার সময় ভোগান্তির শেষ নেই। ভেতরের রাস্তা ভাঙাচোরা, বড় বড় গর্ত হয়েছে। এর মধ্যে গাড়ি চালানোর কারণে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায়ই মেরামত করতে হয়। পরিবহন শ্রমিক ইব্রাহিম বলেন, যাত্রী ওঠানামার কোনো ভালো পরিবেশ নেই। কাদায় ছাত্র-ছাত্রী, শিশু, নারী-পুরুষ সবাইকে ভোগান্তি পোহাতে হয়। আমাদের দাবি, টার্মিনালটি সংস্কার করে পরিবহন সংশ্লিষ্ট সবার জন্য উপযোগী করা হোক। মালিক সমিতির তথ্য অনুযায়ী, ২০০৬ সালে শহরের বাইপাস সড়কের পাশে মাছিমপুর এলাকায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) উদ্যোগে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালটি নির্মাণ করা হয়। নির্মাণের সময় যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা থাকলেও সময়ের সঙ্গে তা অপ্রতুল হয়ে পড়েছে। বর্তমানে প্রায় ১৪টি রুটে ৬ শতাধিক বাস ও মিনিবাস এই টার্মিনাল ব্যবহার করছে। এসব যানবাহনে প্রতিদিন প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার যাত্রী যাতায়াত করেন। মালিক সমিতির দাবি, টার্মিনালের ধারণক্ষমতার তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বেশি বাস চলাচল করায় অবকাঠামোর ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছে। বাস রাখার পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় টার্মিনালের ভেতরের পাশাপাশি বাইপাস সড়কের দুই পাশেও সারি সারি বাস দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। এতে সড়ক সংকুচিত হয়ে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে এবং স্বাভাবিক যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিকদের বসার জন্য নির্মিত ভবনটির অবস্থাও নাজুক। ভবনের বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। বৃষ্টি হলে ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। দীর্ঘদিন ব্যবহারে ভবনটির বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বড় ধরনের সংস্কার হয়নি বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের। পিরোজপুর জেলা বাস ও মিনিবাস মালিক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন বলেন, টার্মিনালটি নির্মাণ করেছে এলজিইডি। আর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পৌরসভার। কিন্তু পৌরসভা তেমন কোনো কাজ করেনি। এ কারণেই টার্মিনালের এই করুণ দশা। টয়লেট দূরে এবং ভবনটিও ঝুঁকিপূর্ণ। দুই-পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে এ সমস্যার সমাধান হবে না। পুরো এলাকা পুনর্নির্মাণ করতে হবে। আশা করি পৌর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষ নজর দেবে। জানা গেছে, টার্মিনালে চলাচলকারী পরিবহন থেকে পৌরসভা টোল আদায় করে। প্রতিটি পরিবহন বাস থেকে ৫০ টাকা এবং লোকাল বাস থেকে ৩৫ টাকা করে পৌর টোল নেওয়া হয়। তবে এই আয় দিয়ে টার্মিনালের বড় ধরনের উন্নয়ন করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে পৌর কর্তৃপক্ষ। পিরোজপুর পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী ধ্রুব লাল দত্ত বণিক বলেন, প্রতিবছরই টার্মিনালে মেরামতের কাজ করা হয়। তবে এখানে বড় ধরনের উন্নয়ন প্রয়োজন। আগের জেলা প্রশাসক একটি প্রকল্প পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সেটি পাস হয়নি। আমরা প্ল্যাটফর্ম ও আরসিসি রাস্তা নির্মাণ করতে চাই। পৌরসভার নিজস্ব আয় দিয়ে এ কাজ করা সম্ভব নয়। সরকার উদ্যোগ নিলে এবং প্রকল্প পাওয়া গেলে টার্মিনালের উন্নয়ন করা হবে। সংশ্লিষ্টদের মতে, শুধু খানাখন্দ মেরামত করে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। টার্মিনালের অবকাঠামো আধুনিকায়ন, পর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা, আরসিসি রাস্তা ও প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ এবং পুরোনো ভবন সংস্কারে উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। দীর্ঘদিনের এই দুর্ভোগ থেকে যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিকদের মুক্তি দিতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তারা।

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ শনিবার ॥ ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ॥ ২২ ভাদ্র ১৪৩৩

ইরানে বিয়েবাড়িতে সরাসরি আঘাত হানে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে বিস্ফোরণের ঘটনায় চারজন নিহত ও অন্তত ৬৮ জন আহত হওয়ার ঘটনা সম্ভবত মার্কিন অস্ত্রের সরাসরি আঘাতে ঘটেছে বলে দাবি করেছেন অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা। রয়টার্সের যাচাই করা ছবি ৩ এর পাতায় দেখুন

পররাষ্ট্রনীতিতে দেশের স্বার্থকে সবার আগে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে: হুমায়ুন কবির

কীর্তনখোলা ডেস্ক

জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, 'বিশ্বের প্রতিটি দেশের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রেখে ৩ এর পাতায় দেখুন

এলএনজি আমদানিতে স্পট মার্কেটেই ভরসা, বাড়ছে ব্যয়

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের ফলে হরমুজ প্রণালিতে অস্থিরতা তৈরি হওয়ায় বাংলাদেশে এলএনজি সরবরাহ সাময়িকভাবে স্থগিত (ফোর্স ম্যাজিউর) করেছে কাতার। এমন পরিস্থিতিতে চলমান গ্যাস সংকট মোকাবিলায় স্পট মার্কেটের ওপর নির্ভরতা আরও বাড়াতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। এরই মধ্যে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের জন্য চার কার্গো এলএনজি কেনার অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এর মধ্যে তিনটি কার্গো স্পট মার্কেট থেকে এবং একটি স্বল্পমেয়াদি চুক্তির আওতায় কেনা হবে। এসব কার্গো কিনতে ব্যয় হবে প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশের এলএনজি আমদানির অন্যতম প্রধান উৎস কাতার। ওমানের সঙ্গেও দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি রয়েছে। এসব চুক্তির ৩ এর পাতায় দেখুন

বাউফলে টেকসই বাঁধ ও সেতুর দাবিতে ৪ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে মানববন্ধন

মাঈন উদ্দিন জিপু, বাউফল

পটুয়াখালীর বাউফলে তেঁতুলিয়া নদীর তীরবর্তী ধুলিয়া ও দুর্গাপাশা ইউনিয়নবাসীর উদ্যোগে দীর্ঘ চার কিলোমিটার জুড়ে টেকসই বেড়িবাঁধ ও সেতুর দাবিতে বিশাল মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানববন্ধন শেষে আন্দোলন কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ভোলা ও পটুয়াখালীর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং মানুষের নিরাপদ বাসস্থানের জন্য টেকসই বাঁধ ও সেতুর দাবি জানানো হয়। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে ভোলা জেলার ভেদুরিয়া ও পটুয়াখালীর ধুলিয়া সেতু ও টেকসই বাঁধ আন্দোলন কমিটির আহ্বায়ক মোফাজ্জেল হক মফুরের সভাপতিত্বে এই কর্মসূচি পালিত হয়। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দক্ষিণাঞ্চলের অবহেলিত মানুষ স্বাধীনতার পর থেকেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে ২ এর পাতায় দেখুন

আমতলীতে সরকারি চালের কার্ড নবায়নে ২০০ টাকা আদায়

আমতলী প্রতিনিধি

বরগুনার আমতলীতে হতদরিদ্র মানুষের জন্য সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ১৫ টাকা কেজি দরের চালের কার্ড নবায়নের নামে ২০০ টাকা করে আদায়ের অভিযোগ উঠেছে এক ডিলারের বিরুদ্ধে। খাদ্য অফিসের নাম ভাঙিয়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগে ডিলারকে অবরুদ্ধ করেন উপকারভোগীরা। পরে টাকা ফেরত দেওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অভিযুক্ত ডিলার হলেন চাওড়া ইউনিয়নের ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার এবং চাওড়া ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক হারুন সিপাহী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৬ সাল থেকে দেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্র মানুষের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ৩ এর পাতায় দেখুন

ডাবল ডেকার স্লিপার বাস পড়লো খাদে, গ্লাস ভেঙে যাত্রীদের উদ্ধার

কলাপাড়া প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা একটি ডাবল ডেকার স্লিপার বাস গভীর খাদে পড়ে গেছে। এতে অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টার দিকে কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের খলীলপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে কুয়াকাটাগামী আইকনিক পরিবহনের বাসটি সকালে খলীলপুর এলাকা অতিক্রম করছিল। এসময় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের গভীর খাদে পড়ে যায়। এতে বাসের ভেতরে থাকা যাত্রীরা আটকা পড়েন। খবর পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে খেপুপাড়া ফায়ার স্টেশনের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয়। বাসের গ্লাস ভেঙে যাত্রীদের বের করে আনা হয়। আহত ছয়জনকে কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, কুয়াকাটা-বরিশাল সড়কটি এখনো ফোর লেনে উন্নীত না হওয়ায় সড়কটি সরু হয়ে আছে। এর পাশাপাশি অতিরিক্ত গতি ও অসতর্কভাবে যান ৩ এর পাতায় দেখুন

প্রায় ৭ কোটি টাকার সেতু, নেই সংযোগ সড়ক

জমি বিরোধে আটকে আছে উজিরপুরের ধামুরা-শোলক সেতু

উজিরপুর প্রতিনিধি

বরিশালের উজিরপুরে প্রায় ৬ কোটি ৮৩ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত একটি সেতু সংযোগ সড়কের অভাবে দেড় বছর ধরে কার্যত অকেজো পড়ে আছে। সেতুর মূল নির্মাণকাজ শেষ হলেও দুই পাশে পূর্ণাঙ্গ সংযোগ সড়ক না থাকায় এখনো যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়নি। সংযোগ সড়কের জমির মালিকানা নিয়ে ২ এর পাতায় দেখুন

মেঘনায় ধরা পড়ল মৌসুমের বড় ইলিশ, নিলামে দাম উঠল প্রায় ১৩ হাজার

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলার মেঘনা নদীতে জেলে মিরাজ মাঝির জালে আড়াই কেজি ওজনের একটি রাজা ইলিশ ধরা পড়েছে। শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার তালতলি মাছঘাটে নিলামে মাছটি বিক্রি হয়েছে ১২ হাজার ৯০০ টাকায়। চলতি মৌসুমের সবচেয়ে বড় এই মাছটি কিনেছেন আড়তদার লোকমান ব্যাপারী। তিনি ইলিশটি ঢাকার আড়তে বিক্রি করবেন বলে জানিয়েছেন। জেলে মিরাজ মাঝি জানান ২ এর পাতায় দেখুন

ভাণ্ডারিয়ায় বর্নাঢ্য আয়োজনে শুভ জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন

ভাণ্ডারিয়া প্রতিনিধি

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় গতকাল শুক্রবার বর্নাঢ্য আয়োজনে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মহাবতার, পরম ব্রক্ষ্ম,লীলা পুরুষোত্তম ভববান শ্রী কৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে উপজেলা কেন্দ্রীয় মদন মোহন জিউ মন্দির এবং শ্রী গুরুসংঘ শাখার যৌথ উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। সকাল সারে দশটায় মন্দির প্রাঙ্গন বাদ্যবাজনাসহ বিপুল নারী-পুরষ ভক্তবৃন্দ বাহারি সাজে একটি র‍্যালি বের করে উপজেলা সদরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়র এবং বাজার প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে ২ এর পাতায় দেখুন

তারেক রহমানের ভারত সফর নিয়ে 'নতুন তথ্য নেই'

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ব্রিকস সম্মেলন সামনে রেখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য ভারত সফর নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি। ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যে উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগ চললেও সফরের তারিখ বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি। এর মধ্যেই ভারত জানিয়েছে, সফর নিয়ে তাদের কাছে নতুন কোনো তথ্য নেই। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) ৩ এর পাতায় দেখুন

খানাখন্দে বেহাল পিরোজপুর বাস টার্মিনাল, দুর্ভোগে হাজারো যাত্রী

পিরোজপুর প্রতিনিধি

দীর্ঘদিনের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, অতিরিক্ত যানবাহনের চাপ ও অব্যবস্থাপনায় বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে পিরোজপুরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল। টার্মিনালের ভেতরের সড়কজুড়ে তৈরি হয়েছে ছোট-বড় অসংখ্য খানাখন্দ। সামান্য বৃষ্টি হলেই এসব গর্তে পানি জমে কাদা-পানিতে একাকার হয়ে যায় পুরো এলাকা। এতে প্রতিদিন চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন হাজারো যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিক। ২০০৬ সালে নির্মাণের পর দুই দশক পেরিয়ে গেলেও গুরুত্বপূর্ণ এই টার্মিনালে আধুনিকতার তেমন কোনো ছোঁয়া লাগেনি। জরাজীর্ণ অবকাঠামো, ভাঙাচোরা সড়ক, অপর্যাপ্ত ড্রেনেজ ৩ এর পাতায় দেখুন

সততা ও মানবিকতায় অনন্য ডা. হানিফ হাওলাদার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

চিকিৎসাসেবার মতো মহতী পেশায় সততা, দক্ষতা ও নীতিবোধের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজের (শেবাচিম) প্যাথলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. মো. হানিফ হাওলাদার। একজন অভিজ্ঞ বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তা হয়েও তাঁর সাধারণ জীবনযাপন, দায়িত্বশীলতা ও মানবিক আচরণ সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, সরকারি হাসপাতালের নির্ধারিত দায়িত্ব শতভাগ নিষ্ঠার সাথে পালনের পর তিনি বিভিন্ন বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে প্যাথলজি রিপোর্ট মূল্যায়নের কাজ করেন। কাজের প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ৩ এর পাতায় দেখুন

মঠবাড়িয়ায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, ভিডিও ভাইরাল

মঠবাড়িয়া প্রতিনিধি

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ব্যানারে ঝটিকা মিছিল ও শোডাউনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা আঞ্চলিক মহাসড়কে ছাত্রলীগের মি?ছিল?টি দেখা যায়। ভাইরাল হওয়া ভিডিও এবং প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, বৃহস্প?তিবার সকালে মঠবাড়িয়া উপজেলা, পৌরসভা ও সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের ব্যানারে একদল নেতাকর্মী আকস্মিক রাজপথে নেমে আসেন। 'প্রত্যাবর্তন ২.০' স্লোগানকে সামনে রেখে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ৩ এর পাতায় দেখুন

মহানবী সা. এর আদর্শেই মানবতার প্রকৃত মুক্তি: মাওলানা ফখরুদ্দিন

চরফ্যাশন প্রতিনিধি

চরফ্যাশনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চরফ্যাশন উপজেলা শাখার উদ্যোগে এক ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে 'সীরাতুন্নবী (সাঃ) সিম্পোজিয়াম' অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬) সকাল ৯টায় পৌর শহরের ব্রজ গোপাল টাউন হলে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সিম্পোজিয়ামটির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আলেম ও জামায়াত নেতা মাওলানা এ কে এম ফখরুদ্দিন খান রাজি। তিনি বলেন, "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পুরো জীবনই মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর শিক্ষা ও সুন্নাহ অনুসরণ ছাড়া অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সাম্য, সুবিচার ৩ এর পাতায় দেখুন

শিশু ওয়ার্ডে ধারণ ক্ষমতার দ্বিগুণ রোগী বরগুনা হাসপাতালে নেই বিশেষজ্ঞ

বরগুনা প্রতিনিধি

উপকূলীয় জেলা বরগুনার প্রায় ১২ লাখ মানুষের চিকিৎসাসেবার প্রধান ভরসা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল। হাম আক্রান্ত শিশুদের ভিড় বাড়লেও, এখানে নেই শিশু বিশেষজ্ঞ। ৫০ শয্যার ওয়ার্ডে প্রতিদিন ১২০ জনেরও বেশি শিশু ঠাঁই পাচ্ছে মেঝেতে। পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থা সামলাতে হচ্ছে একজন মাত্র মেডিকেল অফিসারকে। উপকূলীয় জেলায় প্রায় ১২ লাখ মানুষের চিকিৎসা সেবার একমাত্র ভরসাস্থল ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট বরগুনা ৩ এর পাতায় দেখুন

আব্দুল কাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির সভাপতি হলেন দেওয়ান মামুন

মুলাদী প্রতিনিধি

বরিশালের মুলাদী উপজেলার গাছুয়া আব্দুল কাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ওই এলাকার কৃতী সন্তান দেওয়ান মো. মামুন হোসেন। গত ৩ সেপ্টেম্বর বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এক প্রজ্ঞাপনে বিদ্যালয়টির চার সদস্যবিশিষ্ট এই এডহক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। ?নবনির্বাচিত সভাপতি দেওয়ান মো. মামুন হোসেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ৩ এর পাতায় দেখুন

মাদকাসক্তি ও মানসিক
রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন বরিশালে
দি নিউ লাইফ
মহিলা রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড
যোগাযোগ: ১নং সিএন্ডবি পুল (কাজীপাড়া সংলগ্ন), বরিশাল।
০১৭১৩-৯৫০৯৪১
০১৭১৩-১৬৯৮২৮

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ জাহিদ হোসেন
এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস. ফেলো ডব্লিউ. এইচ.ও (অস্ট্রেলিয়া)
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান), শিশু বিভাগ (এক্স)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল।
নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ
চেম্বার: এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ এর সামনে বাঁধ রোড, বরিশাল। রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা। সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১৪-০৬৭৮৮৬, ০১৭০৬-৩৫৪৯৭৫
চেম্বার: মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিঃ কে.বি হেমায়েত উদ্দিন রোড (গির্জামহল্লা), বরিশাল। রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা। সিরিয়ালের জন্য: ০১৭৫২-১৩৪৪৩৮, ০১৭১১-২৪০৯৬৯
বাসা: বসুন্ধরা হাউজিং, রূপাতলী, বরিশাল

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কম্পিউটারের সবকিছুই আপনার নাগালে
ঈশিতা কম্পিউটার
All Kinds Of Computer Solution, Accessories Selling, Training & Digital Photography
উপজেলা রোড, আগৈলঝাড়া, বরিশাল। মোবাইল: ০১৭১৫২১৩৫৪৬

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com